খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ১, ২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ১৩, ৩। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তত্ত্বরত্ন ৩, ৪। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ২, ৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু ১, ৬। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ২, ৭। শ্রীযুক্ত মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ১, ৮। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার ২, ৯। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১, ১০। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ সাহা ১, ১১। Smithsonian Institution ২, ১২। Bengal Government ২, ১৩। India Government ১, ১৪। বেঙ্গল ইণ্ডাস্‌ট্রিস্ ২, ১৫। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র ২, ১৬। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১৭১।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২০এ আশ্বিন ১৩৩৬, ৬ই অক্টোবর ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান—দার্শনিক বিষয়ে" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় "সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান—দার্শনিক বিষয়" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ন্যায়, নব্য-ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত, বৈষ্ণব-দর্শন, সাংখ্য ও যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক, বৌদ্ধ-ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালীর দান সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বক্তা মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালীকে দার্শনিক বলিয়াই জানিতাম। এখন দেখিতেছি যে, দর্শনের সমস্ত বিভাগেই বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অপরিসীম। সকল বিষয়েই বাঙ্গালী স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র মিতাক্ষরা চলিতেছে। আর বঙ্গদেশেই কেবল দায়ভাগের প্রচলন। শঙ্করের মায়াবাদ বঙ্গদেশেই ধাক্কা খেয়েছিল। নালন্দায় ও বিক্রমশিলায়—সমগ্র ভারতে বিদ্যার কেন্দ্র ছিল—এ সকল স্থানেও বাঙ্গালী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই বাঙ্গালী আজ সব হারিয়েছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ১লা ডিসেম্বর ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

ডক্টর রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়দাতা, বান্ধব, সহকারী-সভাপতি এবং পরমাত্মীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তাঁহার প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে ডক্টর রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এম এ, এম ডি বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সহানুভূতিসূচক প্রাপ্ত নিম্নোক্ত মহোদয়গণের টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পাঠ করিলেন,—

১। মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর; ২। রায় শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, সেরপুর-টাউন; ৩। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, রাঁচী; ৪। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, গণকর, মুরশিদাবাদ; ৫। রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, নেহালিয়া, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ; ৬। শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, জাড়া, মেদিনীপুর।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার "মণীন্দ্র-বিয়োগে" নামক মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। [এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল।]

তৎপরে কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র" এবং শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ-লিখিত, "মহারাজা মণীন্দ্র-স্মৃতি" নামক দুইটি কবিতা পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে তাঁহাদের "দাতাকর্ণ মণীন্দ্রচন্দ্র" এবং "দীনবন্ধু মণীন্দ্রচন্দ্র" নামক কবিতাদ্বয় পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় নিম্নোক্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া, উহা গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন,—

(ক) বঙ্গের অদ্বিতীয় দানবীর, যাবতীয় সদনুষ্ঠানের উৎসাহ-দাতা, বহু জনহিতকর-প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়-দাতা ও পরমাত্মীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাল্যাবস্থা হইতে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই পরিষদের উদ্দেশ্য-সাধনে অতন্দ্রভাবে অবহিত ছিলেন। তাঁহারই প্রদত্ত ভূমির উপর পরিষদ্ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। তিনি পরিষদের অন্যতম বান্ধব (Patron) ছিলেন এবং বহু বৎসর ইহার সহকারী সভাপতিরূপে ইহার কার্য্য পরিচালনে সহায়তা

করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন তাঁহারই আন্তরিক সহানুভূতি ও চেষ্টায় এবং অকুণ্ঠিত ব্যয়ে সম্ভবপর হইয়াছিল। পঞ্চম বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির আসন তিনি অতি সুদক্ষভাবে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবে বাঙ্গালী জাতি, বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল তাহা কখনও পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। পরিষদের এই অকৃত্রিম সুহৃদের পূত আত্মার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য এই সভা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) এই সভা মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-পরিজনবর্গের সহিত এই নিদারুণ শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

(গ) উপরি উক্ত মন্তব্যদ্বয়ের অনুলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, পরিষদের নবগৃহ প্রবেশের দিন যে সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা "দাতা শতং জীবতু," বলিয়া সমবেতভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। কিন্তু আমাদের সে প্রার্থনা ভগবান্ শুনেন নাই। তাই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ৭৩ বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ যতদিন থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। তিনি যে শুধু পরিষৎ-মন্দিরের জন্য ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহা নহে—ঐ যে সম্মুখে রমেশ-ভবন, উহার জন্যও তিনি ভূমি দান করিয়াছেন। শুধু ভূমি-দান নহে—আরও কত প্রকারে তিনি যে পরিষদের কত উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আজ তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন। যদিও পরিষদের সহিত তাঁহার স্থূল শরীরের বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মার সহিত পরিষদের বিয়োগ হয় নাই। বৈকুণ্ঠ হইতে—যেখানে মহর্ষি নারদের বীণা সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতেছে, সেইখানে মহাবিষ্ণুর পার্ষদরূপে অবস্থান করিয়া তিনি পরিষদের প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া মহারাজের বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করেন এবং পরিষদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কত গভীর, তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেন। বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী-জাতি ও সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার কত মমত্ব, ভালবাসা ও শুভ আকাঙ্ক্ষা ছিল, এ জন্য তিনি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, বক্তা নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার উল্লেখ করেন এবং মহারাজের ত্যাগের অনন্যসাধারণতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ মহাশয় বলেন যে, মহারাজের মত লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে খুবই কম। সুতরাং সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা অনাবশ্যক। এই বলিয়া তিনি মহারাজার জীবনের কয়েকটি ছোট ছোট পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন।

তৎপরে ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে,

মহারাজার মৃত্যুর দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে যে শোক প্রকাশ করা হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি বাঙ্গালীর মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। দরিদ্রদিগকে দান, শিক্ষার উন্নতিকল্পে দান, শিল্পোন্নতির জন্য দান, ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে দান—এইরূপ নানা সৎবিষয়ে তিনি যে কত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাহিত্য বিষয়েও তাঁহার দান কম নহে। তিনি সাহিত্য-পরিষৎ এবং রমেশ-ভবনের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন, সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এইরূপে নানা সদনুষ্ঠানে তিনি সারা জীবনে চারি কোটি টাকা দান করিয়াছেন। তাই আজ তাঁহার জন্য সারা বঙ্গদেশ জুড়িয়া শোকের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। সাহিত্য-পরিষৎ তাহার আশ্রয়দাতা, ভয়ত্রাতা, রক্ষাকর্ত্তাকে হারাইয়া আজ একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। এই বলিয়া বক্তা উপরিউক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মহারাজার দানশীলতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, আতিথিপরায়ণতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, আমরা জীবনে যদি মহারাজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবেই আমাদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইবে।

অতঃপর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন।

পরিশেষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, আপনারা যদি মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে চান, তবে তিনি পরিষদের প্রতি যেরূপ স্নেহশীল ছিলেন, আপনারাও পরিষদের প্রতি সেইরূপ স্নেহপরায়ণ হউন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২১এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় "সুরদাস" সম্বন্ধে তাঁহার প্রাথমিক বক্তৃতা করিলেন।

এই বক্তৃতায় তিনি সুরদাসের জন্মের পূর্ব্বেকার ও তাঁহার সমসাময়িক হিন্দী-সাহিত্যের পরিচয় ও লেখকগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সুরদাসের জন্ম ও মৃত্যুর বিবরণ, তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, অদ্যকার বক্তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী-সাহিত্যের অধ্যাপক—এ সাহিত্যে তিনি কীটের ন্যায় প্রবেশ করিয়া অনেক জিনিসের সন্ধান পাইয়াছেন। সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন কি না, এ বিষয়ে তিনি দুইটি মতের কথা বলিয়াছেন। সুরদাস যে সকল রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, বস্তুর সহিত চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলে সেরূপ বর্ণনা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সুরদাসের পূর্ব্বতন লেখকগণের রচনার বহু আলোচনায় তিনি কানের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে জন্মান্ধ হইয়াও সকল রকম রূপ বর্ণনা করা অসম্ভব নহে। বাঙ্গালী কবি ভবানীদাসও জন্মান্ধ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, পশ্চিমা অন্ধলোক মাত্রকেই "সুরদাস" বলা হয়। বোধ হয় সুরদাসের প্রতি সহানুভূতি ও তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইহা একটা নিদর্শন। তবে ইহার দ্বারা সুরদাসের জন্মান্ধতা সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, বক্তা মহাশয়ের মতে চাঁদ বরদাই হইতে সুরদাস ৬ষ্ঠ পুরুষ। চাঁদ বরদাই ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দের লোক, আর সুরদাস ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দের। তাহা হইলে হিসাবে প্রায় তিন শত বৎসরের মধ্যে ছয় পুরুষ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া বোধ হয়।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয়কে তাঁহার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, আমরা পরিষদে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনাই করিয়া থাকি, কিন্তু হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বঙ্গভাষার বিশেষ সম্বন্ধ আছে—এই হিসাবে এখানে হিন্দী সাহিত্যের আলোচনা হওয়াও সঙ্গত। বক্তা বলিয়াছেন যে, সুরদাস রাধার নাম বোধ হয় জয়দেবের নিকট পাইয়াছেন। কিন্তু জয়দেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী খ্রীঃ প্রথম শতকে গাথা শপ্তশতী গ্রন্থে ও খ্রীঃ তৃতীয় শতকে গুপ্ত-অক্ষরে লিখিত বায়ুপুরাণে রাধাকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং রাধার নামের জন্য সুরদাসকে জয়দেবের নিকট ঋণ স্বীকার করিতে হইবে না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ৮ই ডিসেম্বর ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, (গ) সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধপাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের, প্রথম মাসিক অধিবেশনের ও পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও প্রাপ্তপুস্তক-সংখ্যা জ্ঞাপন করা হইলে উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও সদস্যগণের পরলোকগমন সংবাদ দিলেন—(ক) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, (গ) অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এবং সতীশচন্দ্র ঘোষ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, (ক) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র। তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের আবহাওয়ায় তাঁহার সাহিত্য-সেবা যে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। (খ) হেতমপুরের মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের বঙ্গসাহিত্যে, বিশেষতঃ বিভিন্ন কলাবিদ্যায় ও সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার নাটক লিখিবার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁহার রচিত একখানি নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। তিনি রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়া বীরভূমের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া তিন খণ্ডে বীরভূম-বিবরণী প্রকাশ করিয়া দেশের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। (গ) অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন এম এ মহাশয় বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় যে সুযশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার ছাত্রেরা কোন দিনই ভুলিতে পারিবেন না। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। বঙ্গসাহিত্যের নানা রসের আলোচনা করিয়া দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হাস্যরসের অনেক রচনা আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান চিরদিন অক্ষয় থাকিবে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহাকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত করেন। (ঘ) চাকমাজাতির ইতিহাস-

লেখক সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁহার ইতিহাস-চর্চ্চার জন্য তিনি দেশ-বিদেশের পণ্ডিত-সমাজ কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক আলোচনা ব্যতীত তিনি দেশের প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বহু পরিশ্রম করিয়া বেশীর ভাগ পূর্ব্ব বঙ্গ হইতেই প্রায় ছয় হাজার শব্দ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

সমবেত শ্রোতৃগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় লিখিত "স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি" নামক প্রবন্ধের বিষয় চিত্রাদি অঙ্কন করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখক ও পাঠক মহাশয়গণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। মহর্ষি যোগানন্দ, পাবনা। ২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ইনসিওরেন্স অফিসিয়াল, ৮নং শ্যামাচরণ মৈত্রের লেন, পোঃ বরাহনগর, চব্বিশপরগণা। ৩। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র কাঞ্জিলাল এম এ, বি এল, বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড্ মাষ্টার, ৪।১এ কাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায় লেন, কাশীপুর। ৪। শ্রীযুক্ত নকুলেশ মুখোপাধ্যায় বি এল, একজামিনার অব একাউন্টস্, ই আই রেলওয়ে, ৪৫ জয়মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী, ১৭বি ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৬।১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭। শ্রীযুক্ত তপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ২৭ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, পোঃ বাদু, গ্রাম মহেশ্বরপুর, বারাশত। ৯। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সরকার, ১৪ বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত, গুরুহিত, পোঃ কমলাসাগর, ত্রিপুরা। ১১। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায়, মানসিংহপুর, পোঃ পাতিহাল, জেলা হাওড়া। ১২। শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৩৫।১।২ মণ্ডল ষ্ট্রীট বাই লেন, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা। ১৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাস বিদ্যারত্ন এম এ, পি-এইচ ডি, ৯৯।১-এইচ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার এম এ, বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, ২৭।১ কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। The Secretary and Trustee, Guttulalji Samastha ১, ২। Bengal Government ১, ৩। India Government ৫, ৪। The Secretary, Smithsonian Institution. ৩, ৫। তাঞ্জোর মহারাজা শেরফোজীর সরস্বতীমহাল লাইব্রেরী ৩, ৬। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ১, ৭। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৪, ৮। গৌড়ীয়-সম্পাদক ২, ৯। শ্রীযুক্ত নারায়ণহরি বটব্যাল ২, ১০। শ্রীযুক্তা কনকলতা ঘোষ ১, ১১। রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল ৩, ১২। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১, ১৩। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তত্ত্বরত্ন ১, ১৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা ১।

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

২৮এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড এ দোস্তেন্—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

শ্রীযুক্ত এ দোস্তেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় হিন্দী কবি "সুরদাস" বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সুরদাসের কাব্যের রস, মাধুর্য্য প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন এবং উদাহরণ স্বরূপে বহু পদ পাঠ করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, তিনি বিলাতে থাকিতে হিন্দী পড়িয়াছিলেন। এ দেশে আসিয়া বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিতেছেন। এক্ষণে হিন্দী সাহিত্যের মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইলেন। এই বলিয়া বক্তা মহাশয়কে তিনি ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী-সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাকচী এম এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "নেপালে ভাষা নাটক" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

গত ২য়, ৩।৪র্থ, ৫ম মাসিক এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, (ক) কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী, (খ) অধ্যাপক পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম এ, এবং "শিশু"-সম্পাদক বরদাকান্ত মজুমদার মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাকচী এম এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "নেপালে ভাষা নাটক" প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় "মহাযান" সম্বন্ধে আলোচনার জন্য নেপালে গিয়া আড়াই মাস বাস করেন। তাঁহার এই বিষয়ের আলোচনার সময় তিনি কতকগুলি ভাষা নাটকের সন্ধান পান এবং কতকগুলি নাটকও তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। আর্য্যভূমির সঙ্গে নেপালের খুব বেশী সম্বন্ধ ছিল। খ্রীঃ পূঃ ২৫০ শতকে অশোক নেপালে গমন করিয়াছিলেন। তারপর হইতে ভারতের নানা স্থান হইতে বিশেষতঃ মিথিলা ও বঙ্গদেশ হইতে বহু পণ্ডিত নানাকার্য্য ব্যপদেশে নেপালে গমন করেন। সেই জন্য নেপালে মৈথিলী ও বাঙ্গালা ভাষার প্রবেশ লাভ হয়। যে সকল নাটকের কথা আজ আলোচিত হইল, তাহার মধ্যে বাঙ্গালার প্রাচীন রূপ যে বিশেষ ভাবে আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। নেপালে সাধারণ লোকে নেওয়ারী ভাষার কথা বলিত, কিন্তু লিখিবার সময় উত্তর-ভারতের ভাষাই ব্যবহার করিত। যে সব গান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি মৈথিলী, পূর্ব্বী ও বাঙ্গালায় রচিত। বিলাতে ও জার্ম্মানীতে আমি কিছু নেওয়ারী ভাষার পুথি দেখিয়াছি। তার মধ্যে "গোপীচন্দ্রের" উপাখ্যান

পাইয়াছি। এ বিষয়ে আমার কাজ কিছু বাকী আছে। শেষ হইলেই উহা পরিষদে দিব। এ পর্য্যন্ত ননীবাবু, প্রবোধবাবু ও আমার সন্ধানে ৬ খানি নাটকের পরিচয় পাওয়া গেল। এগুলিতে বাঙ্গালার রূপ বিশেষ ভাবেই রহিয়াছে। লেখকও সম্ভবতঃ বাঙ্গালী কিংবা মৈথিলী। পুরাণ বাঙ্গালার সঙ্গে মৈথিলীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রবোধবাবুর আনীত পুঁথি পরিষৎ হইতে প্রকাশ করা সঙ্গত।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বিশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, এ জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদভাজন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, নাটকগুলিতে বাঙ্গালা ভাষার বহুল ব্যবহার থাকিলেই সেগুলি বাঙ্গালীর লেখা, তাহা ঠিক বলা যায় না। এ কথায় আমার সন্দেহ আছে। সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী বড় লোকে আশ্রিত লেখক বা পণ্ডিতগণের দ্বারা গ্রন্থাদি লিখাইয়া নিজ নামে প্রচার করেন—এ কাজ সে কালেও হইত—এখনও হইয়া থাকে। ননীবাবু যে নাটকে বাঙ্গালী লেখকের নাম পাইয়াছেন, সে নাটকগুলি যে তাঁহাদেরই লেখা তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। নট-নটীকে স্থানীয় নেওয়ারী ভাষায় অভিনয়-কলা বোঝান হইত। কিন্তু গানগুলিতে বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক, পাঠক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন যে, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোক-গমনে পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সেই শূন্য পদে রায় ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এম এ, এম ডি বাহাদুরকে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত গিরিজাকিশোর ঘোষ, বেলগাছিয়া ভিলা, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস এম এ, সলিসিটর, ২।১০ চীৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক, জমিদার, চন্দননগর, বারাসত।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ২, ২। The Secretary Smithsonian Institution ৩।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৫এ মাঘ ১৩৩৬, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"শব্দ চয়ন" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

প্রবন্ধ লেখক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অন্যতম সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন্), এফ আর এস্ ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে আলোচ্য শব্দগুলি আমাদের মাথায় করে নেওয়া উচিত। তিনি এগুলি রচনা করেন নাই—আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ যে সকল শব্দ ব্যবহার করে গিয়েছেন, তিনি সেইগুলি সংগ্রহ করেছেন মাত্র। এগুলি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে আলোচনার সুবিধা হবে। বিশেষ অনুসন্ধান না করে কোন বিদেশীয় শব্দের বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে কি ফল হয়, তাহা এই দৃষ্টান্ত হতে বোঝা যাবে,—স্কুলপাঠ্য বই লিখবার সময় Weather cockএর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ করা দরকার হল। অনেক গবেষণার পর উহার প্রতিশব্দ হল—"আবহাওয়া নির্ণয়কারী মোরগ"। আমাদের ছেলেরা তাই মুখস্থ করতে লাগল। আবহাওয়া অর্থ জল বায়ু। জল বায়ুর ইংরেজি অর্থ climate; আজকাল সংবাদ-পত্রাদিতে Weather Report-এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহার হয়,—আবহাওয়ার বিবরণ। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় এই অপপ্রয়োগের প্রতিবাদ করতেই এই শব্দ সংগ্রহ করেছেন। রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বর্ষমধ্যে যে সকল নূতন পারিভাষিক শব্দ প্রকাশ হয়, তাহাদের তালিকা সংগ্রহ করে বর্ষমধ্যে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা সেগুলির আলোচনা হবে, পরে পরবর্ত্তী অধিবেশনে কোন্ শব্দ গ্রহণযোগ্য ও কোন্‌গুলি পরিত্যাজ্য, তাহা স্থির হবে। ঐরূপে বাঙ্গালার শব্দ-সম্পদ্ বৃদ্ধি করা হবে। আমার বিবেচনায় সেই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করা এক্ষণে প্রয়োজন হইয়াছে। যাহা হউক, বহু দিন পরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিষদের জন্য যে লেখা পাঠাইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৬এ মাঘ ১৩৩৬, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৩৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এবং (খ) সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক গমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুর-লিখিত "আঙ্কিক শব্দ" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

গত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। পরিষদের সদস্য (ক) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এবং (খ) সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-গমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্বাতর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুরের লিখিত "আঙ্কিক শব্দ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল মহাশয় "বৃদ্ধবোধ ব্যাকরণ" নামক পুস্তিকা হইতে অক্ষর-সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি পৃথক্ প্রবন্ধে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস, রূপবাবুর বাড়ী, ঢাকা, ২। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এম এ, [৯।১ রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ এস্ এ, ই এস আর এ এস, স্থপতি, ৪৯ মলঙ্গা লেন, কলিকাতা, ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার

এম এ, সিটি কলেজ, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ভবানীপুর, কলিকাতা, ৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ৫১ বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। The Supdt. of Naval Observatory, Washington ১, ২। The Secretary, Smithsonian Institution ৪, ৩। The Punjab Government ১, ৪। The Madras Museum ১, ৫। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস ৩, ৬। The Bengal Government ১, ৭। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী ৪, ৮। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ ২, ৯। ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১, ১০। শ্রীযুক্ত রামশশী কম্মকার ২, ১১। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রাম ৩, ১২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ২, ১৩। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১, ১৪। শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী ১, ১৫। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ ১, ১৬। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ২, ১৭। শ্রীযুক্ত ব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ ১, ১৮। শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু ২, ১৯। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ ১, ২০। India Government ১।

চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৬, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় "সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা করিলেন।

এই বক্তৃতায় তিনি বঙ্গের স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদের লেখকগণের ধারাবাহিক বিবরণ প্রদান করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন

৭ই ফাল্গুন ১৩৩৬, ১৯এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় "সুরদাস" সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে বক্তা কবি সুরদাস-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও রাধার উৎকণ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার পদাবলী হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়া তাহার পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১১ই ফাল্গুন ১৩৩৬, ২৩এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র এম এ, বি এল মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের চিত্র, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়-লিখিত "কালিদাসের রামগিরি কোথায়?" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

পরিষদের সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ্ আর্ এস্ ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ বিশেষ এবং ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্রের জীবনী পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয়ের জীবনের প্রধান ঘটনা, বংশ-পরিচয় এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল মল্লিক মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয় আমাদের সমাজে বিশেষ মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যাহা সত্য বলিয়া মানিতেন, তাহা ব্যক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না, যদিও সে কথা প্রচলিত হিন্দু মতের বিরোধী হইত। তাঁর সময়ে স্বদেশী আন্দোলন বলিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু তখন তিনি তাঁহার লেখায় স্বদেশী প্রচার করিতেন। তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল—তাঁহার সকল কাজেই আন্তরিকতা। তাঁহার মধ্যে ভণ্ডামী বা কপট সৌজন্য ছিল না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয়ের লেখা পড়িয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি। শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, কলিকাতা ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে জন্মলাভ করে। কিন্তু সে কলিকাতা ইংরেজের কলিকাতা নহে, আরমেনিয়ান প্রভৃতি জাতির লোকেরা ব্যবসার জন্য নগর স্থাপন করে, তাহা সেই কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, বাল্যকালে স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়াছি। তাঁহার পূর্ব্বেও কেহ কেহ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বাঙ্গালাতে লিখিয়াছিলেন। স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তীর্থ-ভ্রমণ লেখেন। চন্দ্র মহাশয়ের লেখা সুসম্বদ্ধ, এই জন্য উহা পাঠে বিশেষ তৃপ্তি হয়। তিনি চাকরী করার বিপক্ষে ছিলেন। যে কোন ব্যবসায়ই হউক, তাহা নিষ্ঠার সহিত চালাইলেই যে উন্নতি হয়—ইহা তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি নিজে যশোহরে গুড়ের ব্যবসা করিতেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু বলিলেন যে, যদিও চন্দ্র মহাশয়ের পূর্ব্বে কেহ কেহ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ন্যায় কেহ বিশুদ্ধ প্রণালীতে ও ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখেন নাই। শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিলেন যে, ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দেই কলিকাতা নগরের পত্তন হয়।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় বলিলেন যে, কলিকাতা সহর ১৬৯০ খ্রীঃ ২৪এ আগষ্ট, রবিবার বেলা ২॥০টার সময় স্থাপিত হয়।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার ইংরেজী অতি সুন্দর ছিল। কলিকাতা সহর পূর্ব্বেও ছিল, তবে চার্ণক ইংরেজের কলিকাতা স্থাপন করেন।

সভাপতি মহাশয় আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, জাতির মনে কি পরিমাণ বল আছে, তাহা প্রকাশ হয় সাহিত্যের দ্বারা। ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় বাঙ্গালায় না লিখিয়া ইংরেজিতে যে ভাবে তাঁহার নিজের ও সমসাময়িক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারা বাঙ্গালার ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের সাহিত্য-সাধনার সফলতার সূচনা হয়—তিনি যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে বঙ্গভাষার সাহায্যে সেই প্রণালীতেই এই সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। তাঁহার প্রত্যেক বর্ণনায় তাঁহার মনের ছায়া

দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মনগড়া কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই—যেমনটি দেখিয়াছিলেন তেমনই লিখিয়া গিয়াছেন। কোন অবান্তর উপাখ্যান তাহাতে নাই। আমাদের আগেকার সাহিত্য বাস্তব হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন ছিল, পুরাণ বা লোক-প্রবাদই প্রাধান্য লাভ করিত। ভোলানাথ বাস্তবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের তৈল-চিত্রের আবরণ উন্মোচনা করিলেন। স্বর্গীয় মনীষীর পৌত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র এম এ, বি এল মহাশয় এই চিত্রখানি পরিষৎকে দান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের সমাজের (সুবর্ণবণিক্ সমাজের) ধনিগণকে এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবুকে স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয়ের ইংরেজি লেখাগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য চেষ্টা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পরিষদের ইতিহাস-শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়-লিখিত "কালিদাসের রামগিরি কোথায় ?" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ আমার লিখিত ও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "রামগিরি" নামক প্রবন্ধের আলোচনা ও প্রতিবাদ। তৎপরে তিনি অদ্যকার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এখানে উপস্থিত নাই। পরিষৎ-পত্রিকায় ইহা প্রকাশ হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে। তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত "চিত্রকূট" পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, মূল প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত নিখিলবাবুর আলোচনা এক সঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি দেশবিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার জন্য শোক প্রকাশার্থ সত্বরেই পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইবে। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে এম এ (ক্যান্টাব), বি এস্-সি, ১২ কার্ণ রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত কামদাচরণ চক্রবর্ত্তী এম এ, বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান,

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, পোঃ বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়া, ৩। শ্রীযুক্ত ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি, ১২৪।২।৩।২ই মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৪। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী এম এস্-সি, কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামী ভক্তিবিনোদ, নীলমণিকুঞ্জ, পুরাণা-সহর, আটখাম্বা, বৃন্দাবন, ৬। শ্রীযুক্ত দামোদরলাল শাস্ত্রী ন্যায়রত্ন সার্ব্বভৌম, বুলানালা, কাশী, ৭। শ্রীযুক্ত ডক্টর ব্রজবল্লভ সাহা এম বি, ডি টি এস, ডি পি-এচ (লণ্ডন), ৪৬ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৮। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী এম এ, বি এল, অবসর-প্রাপ্ত জজ, ৫এ মাণিকতলা রোড, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ১, ২। The Registrar, Calcutta University ১, ৩। বেঙ্গল লাইব্রেরী ৫৭।

ষোড়শ বিশেষ অধিবেশন

১৩ই ফাল্গুন ১৩৩৬, ২৫এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে চতুর্থ বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং তৎপরে "সুরদাস" বিষয়ে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। পরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন

২৪এ ফাল্গুন ১৩৩৬, ৮ই মার্চ্চ ১৯৩০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরকে সভাপতিপদে প্রস্তাব করিয়া বলিলেন যে, আজ আমরা মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের স্মৃতিপূজার জন্য সমবেত হইয়াছি। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে নূতন পথে নূতন ধারায় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়া অক্ষয়কুমার, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভাণ্ডারকর প্রভৃতির ন্যায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অদ্যকার সভায় অক্ষকুমারের সমসাময়িক ও বাল্যবন্ধু রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরকে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বলিলেন,—ঢাকায় প্রাদেশিক-সম্মিলনে আমি অক্ষয়-বাবুকে প্রথম দেখি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ডায়মণ্ড-জুবিলী সেরিকালচারাল স্কুলের ছাত্রগণের প্রস্তুত রেশমী কাপড়-চোপড় পরিয়া সেই সম্মিলনে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম। তিনি অনর্গল বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না। তারপর ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটাইয়া দেন। তিনি তখন বলেন, বরেন্দ্রভূমে অনেক কাজ করিবার উপকরণ রহিয়াছে। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে ৺হরগোপাল দাস কুণ্ডু, ৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহী যুবক বরেন্দ্রের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তারপর ১৯১০ হইতে ১৯১৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজসাহীতে আমি অবস্থান করি। সে সময় তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশিবার অবকাশ হইয়াছিল। সেখানে বরেন্দ্রভূমির প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের অর্থ-সাহায্য ও উদ্যম এবং অক্ষয় বাবুর প্রেরণা ও পরামর্শ দ্বারা ঐ সমিতি এক্ষণে বঙ্গের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বরেন্দ্রভূমি-অনুসন্ধানের সেই প্রথম দিনে—সে দিন দোল-পূর্ণিমা—তাঁহার যে উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। এখান হইতে শ্রীযুক্ত রাখালবাবু, শ্রীযুক্ত রামকমলবাবু প্রভৃতি গিয়াছিলেন। তিনি "সিরাজদ্দৌল্লা" লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, রাগদ্বেষাদি শূন্য হইয়া ইতিহাস লেখা অসম্ভব নহে। তখনকার দিনে দলিল-দস্তাবেজ দেখার প্রয়োজনীয়তা লেখকগণ অনুভব করিতেন না। সেই জন্য তখনকার ঐতিহাসিক বিবরণগুলি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইত না। তিনি প্রাচীন পন্থা ত্যাগ করিয়া যে ভাবে ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজনমান্য হইয়াছে। প্রত্ন-বস্তু দেখিলে তাঁহার অপার আনন্দ হইত—তিনি প্রত্নবিলাসী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষতঃ নাটকের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার হৃদয় দয়া, মায়া, মমতায় পরিপূর্ণ ছিল। কোন বিষয় সম্যগ্‌ভাবে বুঝিয়া তিনি যেমন তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন, তেমন শক্তি অনেকেরই দেখি নাই। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় একটা দিকের স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ অনুকরণীয়।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি মহাশয় বলিলেন, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপকরূপে আমি ১৪ বৎসর রাজসাহীতে ছিলাম। সেই সূত্রে আমার সহিত

অক্ষয়কুমারের বিশেষ জানাশুনা হইয়াছিল। বহুদিন হইল চলিয়া আসিয়াছি। সে দিন ঘটনাচক্রে উক্ত কলেজ পরিদর্শন উপলক্ষে রাজসাহী গিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি "সিরাজদ্দৌল্লা" লিখিয়া দেশমধ্যে বিশেষ পরিচিত হন। ছেলেবেলা হইতে আমরা সিরাজকে যে ভাবে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি আমাদের সে ভ্রান্ত ধারণা দূর করেন। অন্ধকূপ হত্যায় যে সিরাজের হাত ছিল না, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন তিনি রাজসাহীর Intellectual নেতা ছিলেন, এবং সুলেখক ও বক্তা ছিলেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি নানাস্থান হইতে মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগৃহীত করিয়া টাউন হলে রাখিতেন। পরে অক্ষয়কুমারকে নেতা করিয়া কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির গৃহের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির মূলে কুমারের অর্থ এবং অক্ষয়কুমারের বিদ্যা ও মস্তিষ্ক। এই কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া তিনি বাঙ্গালীর মান বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এ কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় বলিলেন, অক্ষয়কুমারের বিয়োগে জাতীয় মন্দিরের রত্নবেদীর যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। অক্ষয়কুমার আমার নিকট আত্মীয় ছিলেন। এই বিশাল মনীষীর সংস্পর্শে আসিয়া আমি যে কত জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। আমি তাঁহাকে গুরু বলিয়া মান্য করি। সারনাথে বসিয়া মূর্ত্তির শিল্পকলা বিষয়ে আমি তাঁহার নিকট অনেক শিক্ষা পাইয়াছি। তিনি আমাকে অনেক নূতন জিনিষ দেখিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি পুরাতত্ত্বকে শিল্পকলা হইতে পৃথক্ করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেন এবং তাহা হইতে নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পাইতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ইতিহাস অপেক্ষা শিল্পের বিষয়ে আমি তাঁহার কাছ হইতে অনেক পাইয়াছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে কাশিমবাজারের রাজবাটীতে অক্ষয়কুমারের বক্তৃতা প্রথম শুনি। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি ছিলেন। তেমন বক্তৃতা আমরা পূর্ব্বে শুনি নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথবাবুও এই কথাই বলিয়াছিলেন। স্বদেশ ও মাতৃভাষা তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। দেশের প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করা বিশেষ দরকার, তাহা তিনি বুঝিতেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রও তিনি ভালই জানিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার রাম-চরিতের বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছিল। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মানসীতে উহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। একটা বিষয়ের আলোচনায় তিনি পঞ্চাশটা বিষয় আনিয়া তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতেন। মন্দির প্রস্তুত করার বিষয়ে আমি তাঁহার কাছে অনেক জিনিষ শিখিয়াছি। তাঁহার প্রথম রচনা "বঙ্গবিজয়"। তিনি এক জন অভিনেতাও ছিলেন। সংস্কৃত শকুন্তলা, বেণী-সংহার প্রভৃতি নাটকের কোন কোন ভূমিকা তিনি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তির মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করিলেন,—

(ক) "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, দেশবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পরলোকগমনে

বঙ্গদেশের ও বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

(খ) "এই মন্তব্যের প্রতিলিপি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পরিবার-বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

(গ) "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় এই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিয়া বলিলেন, অক্ষয়-বাবুর লেখা পড়িয়াই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। শিল্প, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ব্যতীত জাতীয়তার দিক্ দিয়াও তিনি অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও তাহা প্রকাশ করিবার ধারা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। দেশ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

অতঃপর সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, যখন আপনারা আমাকে এই সভাপতি পদে বসাইলেন, তখন আমি ভাবিলাম এটা নিছক বিধিলিপি। যে আমার স্বগ্রামবাসী, আমার বাল্যসুহৃদ্, সখা, সুখে দুঃখে আমার চিরসঙ্গী—সেই অক্ষয়কুমারের স্মৃতি-তর্পণের পুরোহিত হইলাম আমি! বঙ্গদেশ একজন ঐতিহাসিক, একজন প্রথম শ্রেণীর প্রত্নতাত্ত্বিক, সুবক্তা, সাহিত্যিক, নেতা হারাইল। কিন্তু আমার যে কে গেল—আমার বুকের ভিতরটা দগ্ধ করে দিয়ে গেল, তা আপনাদিগকে বোঝাতে পারব না। তার কথা বলবার ও লেখবার ঢের আছে, কিন্তু আজ আর নয়। তার কর্ম্মভূমি রাজসাহী হলেও তার বাড়ী আমাদের গ্রামে-কুমারখালীতে। কাঙ্গাল হরিনাথ আমাদের উভয়েরই গুরু। আমরা উভয়ে অভেদাত্মা ছিলাম। তার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণের ভিতর গাঁথা আছে। তার আত্মার সদ্গতি হউক, এই বলিয়াই আজ আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২রা চৈত্র ১৩৩৬, ১৬ই মার্চ্চ ১৩৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়-লিখিত "রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ৮ম মাসিক ও ১৬শ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার "রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, যখন আমি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করি, তখন উহার ভাষাতত্ত্ব আমাদের লক্ষ্য ছিল। নানা কারণে উহার রস, ভাব, অলঙ্কার প্রভৃতির আলোচনায় হাত দিতে পারা যায় নাই। স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন যে, এই বই প্রকাশ হইলে পণ্ডিত মহলে লড়াই লাগিয়া যাইবে। বাস্তবিক কৃষ্ণ-কীর্ত্তন লইয়া এ পর্য্যন্ত বহু আলোচনাই বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু রসের দিক্ দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যে আলোচনা করিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহ এ ভাবে আলোচনা করেন নাই।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ অনেকেই করেন, কিন্তু এ ভাবে কেহ আলোচনা করেন নাই।

৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, (২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, (৩) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু এবং (৪) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৬। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

(ক) সিদ্ধেশ্বর ঘোষ—(কলিকাতা) এবং (খ) শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(যশোহর)।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বর্গীয় সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের বহু সৎকীর্ত্তির ও অন্যান্য বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, ৮২ ১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা; ২। শ্রীযুক্ত মৌলবী গোলাম রহমান বি এল, এডভোকেট, চুঁচুড়া; ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন এম এ, হুগলী কলেজ, ৩ বাবুতলা রোড, নাগরবাজার, দমদম, ২৪ পরগণা; ৪। শ্রীযুক্ত অমু ঘোষ, ৪২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণ ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী বর্দ্ধন ১, ২। রায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মল্লিক বাহাদুর ২, ৩। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ ১, ৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ১।

অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৫ই চৈত্র ১৩৩৬, ২৯এ মার্চ্চ ১৯৩০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"নাম-সংখ্যা"—শব্দ-সংখ্যা লিখনপ্রণালী বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ-পাঠক—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি মহাশয় তাঁহার "নাম-সংখ্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে। বেদের প্রভাব ভারতবর্ষের বাহিরে গ্রীস্, রোম, ইজিপ্ট প্রভৃতি পুরাতন দেশে ছিল। এই জন্য অনেক প্রাচীন দেশের শব্দের সহিত বেদোক্ত বহু শব্দের

সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধে এইরূপ কয়েকটি শব্দের বিষয় আজ শুনিলাম। আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, ইহা প্রকাশিত হইলে বিশেষজ্ঞগণ ইহার আলোচনায় সুবিধা পাইবেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিভূতিবাবুর এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এই বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক। ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা যেভাবে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করেন ও তাহা প্রচার করেন, তাহার গতিরোধ করিবার জন্য আমরা অধ্যাপক দত্ত মহাশয়ের সাহায্য চাই। আমরা এ বিষয়ে আরও প্রবন্ধ তাঁহার নিকট হইতে পাইবার প্রত্যাশা করি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

১৬ই চৈত্র ১৩৩৬, ৩০এ মার্চ্চ ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত (ক) "কীর্ত্তনওয়ালা ও মহাজন পদাবলী" এবং (খ) "শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের ছড়া" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন্), এফ আর এস্ ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ১৭শ ও ১৮শ বিশেষ এবং ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। পরিষদের অন্যতম ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার (ক) "কীর্ত্তনওয়ালা ও মহাজন পদাবলী" এবং (খ) "শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের ছড়া" নামক প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, লেখক ছাত্রসভ্য। পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্দ্দেশ ও উপদেশ অনুসারে নানা স্থানে ঘুরিয়া এই সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদ এবং উৎসাহের পাত্র।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্গদেশে প্রাচীন পদাবলী, হাফ আখড়াই প্রভৃতি বহু পদ রহিয়াছে। সে গুলি সংগ্রহ না করিলে কালের কবলে পড়িয়া নষ্ট হইবে। ভারতবর্ষের মধ্যে বোধ হয় বঙ্গদেশেই এই সকল পদের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। এ গুলির প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করা দুরুহ ব্যাপার।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, বঙ্গদেশের বাহিরেও এই শ্রেণীর পদ প্রচুর রহিয়াছে। হিন্দী ভাষার ভিতর বহু অপ্রকাশিত পদ লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে। পদ ও গান হইতে দেশের সভ্যতার বিকাশ, চিন্তার ধারা ও রুচির বিষয় জানিতে পারা যায়। যাত্রা, গান, কীর্ত্তন প্রভৃতি লোক-শিক্ষার সহায়তা করে। আমরা যদি এই সকল গান সংগ্রহ করিতে পারি, তবে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটা দিকের উপর আলোক সম্পাত হইবে। সংগ্রহকারের উৎসাহ ও চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন গানগুলি সংগ্রহ করা, সেগুলি বিশ্লেষণ করা ও তাহাদের সময় নির্দ্ধারণ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই শ্রেণীর গান বা পদাবলীর যে কত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বিদেশের একটা কথায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। সে দেশে একটা কথা চলিত আছে যে, "কে কোন্ দেশ জয় করেছে, তা আমরা জান্‌তে চাই না, সে দেশের লোক কার গান গায়, তাহার নাম জান্‌তে চাই।" প্রবন্ধলেখককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত স্মরজিৎকুমার মৌলিক, ৯ ভবনাথ সেন ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা; ২। শ্রীযুক্ত সুধরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, পোঃ বারাকপুর, ২৪ পরগণা, ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ৩।২ সি তালতলা লেন, কলিকাতা।

খ—উপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। The Secretary, Smithsonian Institution ৩; ২। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ২; ৩। তাঞ্জোরের মহারাজা শিবাজীর সরস্বতী-মহাল লাইব্রেরী ৩; ৪। মাদ্রাজ মিউজিয়াম ১; ৫। India Government ১।

ঊনবিংশ বিশেষ অধিবেশন

২৩এ চৈত্র ১৩৩৬, ৬ই এপ্রিল ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"শিশু ও প্রসূতির অকাল মৃত্যু" বিষয়ে বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় "শিশু ও প্রসূতির অকাল মৃত্যু" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শিশু মৃত্যু, মাসিক ঋতু ও গর্ভস্রাব, গর্ভিণীর মৃত্যু, শিশুর রিষ্ট, পিতামাতার সন্তানহানিযোগ; সর্পশাপে সুতক্ষয়, পিতৃশাপে সুতক্ষয়, মাতৃশাপে সুতক্ষয়, ভ্রাতৃশাপে সুতক্ষয়, পত্নীশাপে সুতক্ষয়, মাতুলশাপে সুতক্ষয়, ব্রহ্মশাপে সুতক্ষয় ও প্রেতশাপে সুতক্ষয়, গর্ভরিষ্ট, পতাকীরিষ্ট, শিশুরিষ্ট ও মাতৃরিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গ্রহ সমাবেশে শিশুরিষ্ট হয়। এই শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া সদ্যজাত শিশুর উপর অধিকার বিস্তার করে। শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা এই রিষ্ট অপনোদনের ব্যবস্থা দরকার। প্রবন্ধলেখক মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি প্রধানতঃ 'বৃহৎ পরাশর' অবলম্বনে এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'বৃহৎ পরাশরে'র অনুবাদ আজিও হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, গ্রহের প্রভাব এ দেশে কেন, পৃথিবীর সকল দেশের মানবের উপরই বিস্তার হয়। তবে আমাদের দেশেই বা কেন শিশু মৃত্যু এত বেশী, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। সে সব দেশের লোক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে বলিয়াই কি তাহারা গ্রহের প্রভাব কাটাইতে পারিয়াছে?

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সকল দেশের শিশু মৃত্যুর Statistics লইতে হয়। যে দেশের লোক স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিয়া চলে, সে দেশেও শতকরা ৫০টি শিশুর মৃত্যু হয়। এ দেশে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত এবং পরাশরের মতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর যে মৃত্যু হয় তাহা তাহার জন্মঘটিত কোন কারণে, অথবা পিতৃমাতৃরিষ্ট জন্য হইয়া থাকে। তাহা সত্ত্বেও যারা বাঁচে, তাদের রিষ্ট-ভঙ্গ-যোগ

খুব বেশী থাকে। যাহা হউক, জ্যোতিষের সঙ্গে বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণ আলোচনা করিলে এ বিষয়ে অনেক হদিস্ পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে আমি জ্যোতিষ-শাখার পক্ষে ও পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ দিতেছি।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, জ্যোতিষের আলোচনা দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। জ্যোতিষ মতে যে সকল ঘটনার গণনা ফলে, সে গুলি প্রচার করা দরকার। জ্যোতিষিগণ একটা জ্যোতিষিক-সম্মিলনে এ বিষয়ের আলোচনা করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, ৬ই জুন ১৯৩০, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় বলিলেন, অদ্য স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমার আর এক প্রিয় বন্ধুর কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িতেছে—তিনি আমাদের স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা উভয়েই রামেন্দ্র-বাবুর সহকর্ম্মীরূপে তাঁহার সাহত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পরিষৎ ও বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি আমাদের উভয়কে তাঁর ডান ও বাঁ হাতরূপে অনেকের নিকট পরিচয় করাইয়া দিতেন। আজ রাখালবাবুর অভাব অত্যন্ত বড় বলিয়া অনুভব করিতেছি। রামেন্দ্রবাবুর সব চেয়ে বড় স্মৃতি এই পরিষৎ, আর তার চেয়ে বড়—পরিষদের জন্য তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা। পরিষদের কাজকে তিনি নিজ জীবনের দৈনন্দিন কাজ বলিয়া মনে করিতেন, এবং পরিষদের কাজেই তিনি নিজেকে মিশাইয়া দিতেন। তিনি এবং ব্যোমকেশবাবুর সাধনা না থাকিলে পরিষৎকে আজ যে অবস্থায় দেখিতেছি, তাহা হয় ত দেখিতে পাইতাম না।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, পরিষৎ আমাদের বাঙ্গালী জাতির একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান। ইহার স্থাপয়িতাগণ ইহা পরিচালনের যে গুরু ভার আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন আমরা কখনই ভুলিয়া না যাই। জাতীয় শক্তি যাহাতে ক্রমশঃ অধিকতর বলশালী হয়, তজ্জন্য বর্ষে বর্ষে শক্তিমান্ পুরুষগণের জীবনী আলোচনা করা দরকার। এই পরিষৎ যে সকল শক্তিমান্ পুরুষের শক্তি ও সাধনার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া শরীরে শক্তির সঞ্চার হইতেছে। আমি তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে যেমন স্বর্গীয় স্যর আশুতোষকে বুঝায়, তেমনি আমাদের এই পরিষৎ বলিতে রামেন্দ্রসুন্দরকেই বুঝায়। ইহার প্রতি ইষ্টকখণ্ড তাঁহার ও ব্যোমকেশবাবুর স্মৃতি-জড়িত। আমাদের দেশের শত শত প্রতিষ্ঠানের মত ইহার শৈশবেই লোপ না হইয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন; তাহার জন্য দেশবাসী তাঁহাদের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি অন্যান্য সহকর্ম্মিগণের প্রতি বিশেষ স্নেহ-মমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সকলকে পরিষদের প্রেমিক করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরিষদের বলবৃদ্ধির জন্য যেমন একদল সাহিত্যিক ও কর্ম্মী গড়িয়া তোলেন, তেমনি ইহার অর্থ-সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য নিজ আত্মীয় লালগোলার মহারাজ বাহাদুরকে পরিষদের কাজে নামাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বধামগত আত্মার উদ্দেশে আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার সুযোগ পাইয়া আমি নিজকে ধন্য মনে করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, তাঁহার কথা এত মনের ভিতর আসিয়া এক সঙ্গে জমা হয় যে গুছিয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে শক্ত। তিনি পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পরিষৎ বলিতে তাঁহাকেই আমরা বুঝিতাম।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর আমার বালাবন্ধু। ১৮৮০ হইতে আমরা উভয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। অনেকের ধারণা যে, স্যর আশুতোষের সহিত তাঁর মনোমালিন্য ছিল। সে কথা মোটেই ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ সৃষ্টি করিয়া স্যর আশুতোষ রামেন্দ্রসুন্দরকেই বাঙ্গালা বিভাগের কর্ত্তা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অসুস্থতাবশতঃ সে কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই। লালগোলার মহারাজ বলেন, রামেন্দ্রবাবু তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট, সম্বন্ধে বৈবাহিক, তথাপি তিনি তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, এখানে এমন কেহই নেই, যিনি জানেন না যে, রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের কতখানি ছিলেন। পরিষদের আদর্শ সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে কাশিমবাজার রাজবাটীতে "মাতৃমূর্ত্তি" নামে যে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া বক্তা বলিলেন যে, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য পড়াইতে হইলে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া পড়াইতে হয়। ইহা অপেক্ষা বিসদৃশ ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালা বুঝাইতে বাঙ্গালীর পক্ষে অন্য ভাষার সাহায্য লওয়া অপেক্ষা আর কি বিড়ম্বনা হইতে পারে! তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছিলেন বাঙ্গালায় "যজ্ঞকথা" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালা মাকে তিনি যে ভাবে চিনিতেন, যেমন ভালবাসিতেন, আমরা সে রকম চিনিতে ও ভালবাসিতে পারিলে আমাদের অভাব কিসের?

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় অদ্যকার এই বিশেষ অধিবেশনে তরুণ সাহিত্যিকগণের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই এই পরিষৎ বা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের জিনিষ মনে করে চল্‌তে হবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁর পিতা অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন—অনেক চিন্তার পর ছেলের নাম রেখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দরের সকল কাজ, সকল কথাই সুন্দর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর হাতের লেখা অতি অসুন্দর ছিল। আমাদের মত অনেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকের পক্ষে তাঁর লেখা পড়ে হজম করা কঠিন হত। এই পরিষৎ যে তাঁর সব চেয়ে বড় সাধের স্মৃতি মন্দির, তা সকলেই স্বীকার করবেন। তাঁর স্মৃতি পূজা অন্য রকমে না করে যাতে এই পরিষদের সেবা করতে পারি—তার জন্য আমাদের সর্ব্বদাই চেষ্টা করা উচিত—আর তা' হ'লেই বোধ হয়, তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করবে।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৩২এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, ১৫ই জুন ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়ের অভিভাষণ, ২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয়ের এবং (খ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের চিত্র, ৩। ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৪। সপ্তত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৫। সপ্তত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৬। সপ্তত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৭। সহায়ক ও সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৮। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (এই অভিভাষণ বর্ত্তমান বর্ষের ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

২। সভাপতি মহাশয় (ক) ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ মহাশয়ের এবং (খ) ৺রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাঁহাদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। প্রথম চিত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় দান করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় চিত্রখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি উদ্দেশে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দান করিয়াছেন। চিত্র-প্রদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কোন কোন বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল্ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইলে উক্ত কার্য্য-বিবরণী গৃহীত হইল এবং ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণ গৃহীত হইল।

৪। সম্পাদক মহাশয় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, হিসাব পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহা ছাপা হইবে।

৫। সপ্তত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করা হইল এবং নিম্নোক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

সহকারী সভাপতিগণ—

১। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
২। স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
৩। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
৪। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।
৫। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
৬। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী।
৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ হেমচন্দ্র ঘোষ।
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।
„ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।
সমর্থক— „ সতীশচন্দ্র বসু।

পত্রিকাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।
সমর্থক— „ শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।
সমর্থক— „ কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সমর্থক— „ নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়।

প্রস্তাবক—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ অনাথনাথ ঘোষ।
প্রস্তাবক - শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।
সমর্থক— „ অনাথবন্ধু দত্ত।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—*১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৩। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, *৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, *৫। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৬। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৭। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৮। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, *৯। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ১০। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, ১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ১২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ১৫। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর, ১৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, ১৮। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *১৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, *২০। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

*তারকাচিহ্নিত ৬ জন সভ্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় ২০শ সভ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী নিম্নলিখিত নির্ব্বাচিত ছয় জন সদস্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন,—

১। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৪। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর, ৫। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন।

এদ্ব্যতীত শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৩। শ্রীযুক্ত মণীষিনাথ বসু সরস্বতী, ৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। শাখার প্রতিনিধি ছয় জনের মধ্যে উক্ত চারি জন ব্যতীত নিম্নোক্ত দুই জন শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে নির্ব্বাচিত হইলেন,—৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, উপরিউক্ত ২৬ জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৭। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে গড়বেতা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পরিষদের অন্যতম সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৮। সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পথম মাসিক অধিবেশন

৭ই আষাঢ় ১৩৩৭, ২২এ জুন ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি মহাশয়-লিখিত "জৈনসাহিত্যে নাম-সংখ্যা" নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১০ম মাসিক ও ১৯শ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। কোন নূতন সদস্য-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব না থাকায় এ বিষয়ের আলোচনা হইল না।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত ও তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৪। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এসসি মহাশয় তাঁহার "জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় বলিলেন, আধুনিক ও প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতায় অঙ্কের বামাগতিই বেশী দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল (হুসেন সাহের সময়ে ১৪১৭ শকে লিখা) অঙ্কের ডান দিকে গতি দেখা যায়। অঙ্কের বামাগতি কবে হইতে হইল, তদ্বিষয়ে জানাইতে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ করি

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ও রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুরের লিখিত শব্দ-সংখ্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি হইতে আমাদের মত গণিত শাস্ত্রের অব্যবসায়ী সাধারণ সংস্কৃতালোচীদিগের বিশেষ উপকার হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই বিষয়ে আমার কয়েকটি বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে, সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ-কারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি,—প্রবন্ধ-লেখকগণ শব্দ-সংখ্যা প্রকাশের কতকগুলি উপায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নক্ষত্রাধিপের সাহায্যে গণনার কোন নির্দ্দেশ নাই। অথচ

বঙ্গদেশে অন্ততঃ ১৫০।২০০ শত বৎসর যাবৎ নিমন্ত্রণ-পত্রে 'মান' নির্দ্দেশের সময়ে 'অগ্নিষম দহন কমলজ' প্রভৃতি নক্ষত্রাধিপের সাহায্য লওয়া হইতেছে। এই প্রথা বঙ্গে খুব বেশি প্রচলিত। ইহার মূল কি, এবং প্রাচীনতাই বা কত?

ডকটর দত্ত মহাশয় "জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা" প্রবন্ধে নাম-সংখ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের যে মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা খুবই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, অনতিপ্রাচীন গ্রন্থাদিতে সময়-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে এবং আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ-পত্রে লাঘবের উদ্দেশ্যে আদৌ এই প্রথা অবলম্বিত হয় নাই—পক্ষান্তরে কাঠিন্য সম্পাদন, গৌরবরক্ষা এবং অপণ্ডিতের দুর্ব্বোধ্যতা সম্পাদনই পরবর্ত্তী যুগে এই প্রথা অবলম্বনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্ত্তমানেও সেই কারণ অব্যাহত রহিয়াছে। প্রাকৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থে "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" এই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নিয়ম অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাগতি প্রবর্ত্তনের কারণ সাধারণের সৌকর্য্যসাধক বলিয়া মনে হয়, বামগতি বোঝা সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণের পক্ষে কষ্টসাধ্য। শব্দ-সংখ্যা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হওয়ায় প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থের সময় নির্দ্দেশক দুর্ব্বোধ্য অংশগুলি বুঝিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ইচ্ছা করিয়াই পাঠকের অসুবিধার জন্য যে সকল অংশ দুর্ব্বোধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেই সকল অংশ বুঝিবার উপায় কি? আমি দুইটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের লিপিকাল-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"শাকে ব্যাঘ্রী-কুচগিরিহরেঃ পুত্রকাব্যস্য নেত্রে।" সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় কাশীদাসী মহাভারতের একখানি পুথিতে সময়নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে একটি হেঁয়ালির মত কথা আছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩৪শ ভাগ ২২৩ পৃঃ) আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। এই সকল অংশের অর্থ করিবার উপায় কি?

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি "অঙ্কস্য বামাগতি" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শীঘ্রই তাহা পরিষদে দিবেন। তিনি নক্ষত্রাধিপের সাহায্যে গণনার কোন প্রসঙ্গ পান নাই, তবে বৃহজ্জাতকে কিছু কিছু আছে বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয়।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। Bengal Government ২; ২। রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১; ৩। Smithsonian Institution ৩; ৪। India Government, Central Publication Branch ২; ৫। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১; ৬। শ্রীযুক্ত গণপতি-

সরকার বিদ্যারত্ন ৩ ; ৭। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বসু মল্লিক ১ ; ৮। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২ ; ৯। The Director of Industries, Bengal ১ ; ১০। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ২৭ ; ১১। কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি ১ ; ১২। শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক ১৪ ; ১৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ১ ; ১৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৩ ; ১৫। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় ৪ ; ১৬। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ১ ; ১৭। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ১ ; ১৮। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ১ ; ১৯। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর ১ ; ২০। শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বটব্যাল ১ ; ২১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সিংহ ১ ; ২২। সাধু শান্তিনাথ ১ ; ২৩। শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর কটকী শর্ম্মা ১ ; ২৪। The Surveyor General of India ১।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

১০ই আষাঢ় ১৩৩৭, ২৫এ জুন ১৯৩০, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—(ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং (খ) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম এ মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের রচিত "আমরা" নামক কবিতা আবৃত্তি করিলেন, তৎপরে বলিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু বঙ্গদেশের পক্ষে অতিশয় ক্ষতি-জনক হইয়াছে। তিনি জীবদ্দশায় তাহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ কবিতায় তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দান করিয়াছেন। পরিষৎ এই শ্রেণীর কবি ও সাহিত্যিকের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গৌরবান্বিত হইবেন।

তৎপরে তিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয় বলিলেন যে, তিনি বন্ধুবৎসল, স্বল্পভাষী ও সংযমী ছিলেন। তিনি কোনরূপ দলাদলি পছন্দ করিতেন না। হৃদয়-বিনিময়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার প্রধান গুণ ছিল তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। তিনি দেশীয় নৃত্যকলার উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া গিয়াছেন এবং এই জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হওয়া অগৌরবের হইবে না, তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের রচিত "মনের মরম"—এই গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নজরুল ইস্‌লাম মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের "নবজীবনের গান" আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া সত্যেন্দ্রনাথের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন।

অন্যতম সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, এই চিত্র প্রস্তুতের জন্য বালীগঞ্জ সানি পার্কস্থিত "ললিতকলা-সংসদ্" পরিষৎকে এক শত টাকা দান করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত কবির কতিপয় বন্ধু ও গুণগ্রাহী অদ্যকার অধিবেশনের ও চিত্রের বেষ্টনী নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ ইঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয় স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মণিলাল-প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া বলিলেন, মণিলাল প্রথমে স্বদেশী সানাইয়ে সুর দেন, শেষে ললিতকলার আলোচনা করেন। সমাজসংস্কারেও তিনি হাত দেন। সভা-সমিতিতে স্ত্রীলোকের বক্তৃতা দেওয়াইবার ও সভায় নেতৃত্ব করাইবার সূত্রপাত তিনিই করেন। আমাকে দিয়া এই সব কাজ করান। আমরা প্রতাপাদিত্য উৎসব ও পরে বীরাষ্টমী উৎসবের সৃষ্টি করি। এই আন্দোলনে গৌড়ার দলও বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। উদয়াদিত্য-উৎসবাদি মণিলালের সহায়তা ব্যতিরেকে হইতে পারিত না, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। সাহিত্য-প্রচার ও সাহসিকতা-প্রচারে তিনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁকে পুত্রসম স্নেহ করিতাম। বঙ্গ-সাহিত্যে তিনি অমর স্থান অধিকার করায় আমি গৌরবান্বিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয় একটি গান করেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, এই চিত্রখানি শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার ভাদুড়ী মহাশয় দান করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

সভাপতি মহাশয় সভায় আলোচনাকারিগণকে ও বিশেষভাবে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী মহাশয়াকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের "টিকি-মঙ্গল" গান গাহিলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব।

১৪ই আষাঢ় ১৩৩৭, ২৯এ জুন ১৯৩০, রবিবার।

প্রাতে—গোরস্থানে

প্রাতে ৭৷৷০টায় লোয়ার সার্কুলার গবর্ণমেণ্ট সিমেটিতে কবিবরের ও তাঁহার পত্নীর সমাধি পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হয়। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও প্রার্থনা হয়। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত, ডক্টর শ্রীযুক্ত মরেনো এই প্রার্থনায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয় এক কবিতা পাঠ করেন।

অপরাহ্ণে—পরিষদ্ মন্দিরে

এই দিন পরিষদ্ মন্দিরে অপরাহ্ণ ৬টায় তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন হয়।

ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

২। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে রোগশয্যায় শায়িত জরাজীর্ণকলেবর কবির সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ প্রদান করিয়া, কবির অপ্রকাশিত গান পাঠ করিলেন। এই গানগুলি তিনি ক্ষেত্রমোহন আশ মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

৩। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের কথোপকথন' আবৃত্তি করিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "নীলধ্বজের প্রতি জনা" আবৃত্তি করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ২য় সর্গ হইতে 'ব্রহ্মলোকবর্ণনা' পাঠ করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, মধুসূদনের অন্তঃকরণ অতি উদার ছিল; তাঁর নিকট টাকা পয়সার কোন মূল্য ছিল না। তাঁর মক্কেলদের কেরাণীরা তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁদের নোট দিয়া কি গিনি দিয়া বিদায় করিতেন, তাহা তাঁহার খেয়াল থাকিত না। তিনি সর্ব্ববিধ রচনায় নূতনত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

৭। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকৃষ্ণ দেব এম এ, বি এল এডভোকেট মহাশয় 'খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর' কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন যে, যেন তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাগারের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শুধু "মধুসূদন গ্রন্থাগার" নাম করেন। মধুসূদন মাইকেল হইলেও সনাতনী রামায়ণ-মহাভারত হইতে তিনি তাঁহার কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খিদিরপুরে দুইটি পার্ক আছে, তাহার মধ্যে অন্ততঃ একটির নাম "মধুসূদন উদ্যান" রাখা উচিত।

৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, ৫০০ বছরের আগেকার

কাব্যের তুলনায় এখনকার কাব্যের যথেষ্ট রূপান্তর হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে বাহিরে রেখে এখন আর ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা চলে না। তখনার কাব্যে রস যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকালকার কাব্যের মত তাহাতে দেশাত্মবোধ, বিশ্বমানবতা প্রভৃতির প্রভাব ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যেন একটু পাগলামি আছে, তাঁরা গতানুগতিক পথে চলেন না—পুরাতনের নিয়মের নিগড় মানেন না—তাঁরা সৃষ্টি করেন। মধুসূদন আমাদের সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। মধুসূদনের সৃষ্টি দেশ মেনে নিয়েছে; তাঁর বিশ্বমানবতা, খাঁটী বাঙ্গালীত্ব তাঁর কাব্যের অঙ্গ। কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের ছাপ তিনি হৃদয় হ'তে মুছে ফেলতে পারেন নাই। তিনি একবার আমাদের ঢাকায় গিয়াছিলেন—কালীপ্রসন্ন তাঁহাকে ঢাকার পক্ষে অভিনন্দিত করেন।

৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, মধুসূদন একাধারে কবি ও বিদ্রোহী ছিলেন। প্রকৃত কবি হন দ্রষ্টা—সাধারণের চোখে যেটা পড়ে না, কবি তা দেখতে পান। সেই দৃষ্টিতে যেটা তাঁরা দেখেন, সেটাকে তাঁরা ভাষায় ফুটিয়ে মূর্ত্ত করেন—সে জিনিষটা একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয়। Volcanic Fire বা গৈরিক প্রভাব কবির আর একটা রূপ; উচ্ছৃঙ্খলতাও তাঁর একটা রূপ। মধুসূদনের এই সব রূপ নানা ভাবে দেখতে পাই। এই বলিয়া তিনি মেঘনাদবধকাব্য ৬ষ্ঠ সর্গ হইতে কিছু আবৃত্তি করেন।

১০। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন, কবি মাত্রই বিদ্রোহী। মধুসূদন বিদ্রোহী হ'য়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করে কাব্য লিখলেন, তাঁকে ঠাট্টা করে ছুছুন্দরী বধ কাব্য রচিত হ'ল। তখনকার লোকের মানসিক অবস্থাই এইরূপ ছিল। মাইকেল নারী-জাগরণের পথ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাই এত দিনে আমরা নারী-জাগরণের প্রভাব বুঝতে পারছি।

১১। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, মধুসূদনের ছিল ঐশী প্রতিভা। এক বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে তিনি কাব্য রচনা করেন। কখনও তিনি মক্স করেন নাই। তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একাধারে তেজস্বী ও কোমলস্বভাব ছিলেন। স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় বলতেন, মধুসূদন দরিদ্র হ'লেও তাঁর প্রতি চাওয়া যেত না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমি ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক হ'লেও মধুসূদনের কাব্য রীতিমত পড়িয়া থাকি। যতই পড়ি, ততই মুগ্ধ হই। মধুসূদন পূরামাত্রায় ইংরেজী ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ডি-রোজিওর ছাত্র ছিলেন, তার ফলে তিনি খ্রীষ্টান হন। তিনি যে প্রতিভাশালী ছিলেন, তা তাঁর জীবনী আলোচনা করলেই বেশ জানা যায়। সে প্রতিভা ফোটবার পরিচয় পাই, তাঁর ইংরেজী কবিতা-চেষ্টায়। তাতে তিনি খ্যাতি লাভ করতে পারেন নাই। প্রতিভা ফোটবার আবশ্যক হলে ভাষা আবশ্যক হয় না। তিনি ইংরেজি কাব্য লিখে খ্যাতি পান নাই বলে তাঁর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদিগের উৎসাহে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করে তা আয়ত্ত করলেন। তার ফলে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে যে অমূল্য রত্নরাজি তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তাতে জগদ্বাসী মুগ্ধ হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর স্থান হ'য়েছে। আমি তাঁর ভক্ত। তাঁর স্মৃতি-বাসরে তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার অবসর পেয়ে আমি ধন্য হ'লাম।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২১এ আষাঢ় ১৩৩৭, ৬ই জুলাই ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ সামসুখা মহাশয়-লিখিত "জৈন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত তিন জন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলি উপহারদানের জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ সামসুখা মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার "জৈন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরসম্প্রদায়ের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধটি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাঠ করিলেন। তৎপরে বলিলেন, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়-ভুক্ত। তিনি দিগম্বর-সম্প্রদায়ের বিষয় যথেষ্ট মত উদ্ধৃত করেন নাই। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ বিবাদ চলিতেছে, বোধ হয়, অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ততটা নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলেন যে, তাঁহারাই প্রাচীন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে এই সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় এম্‌এ, পি-এচ ডি (লণ্ডন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, কুমিল্লা। ৩। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৪৬ জি হরকুমার ঠাকুর ষ্ট্রোয়ার, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণ ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা।

১। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৬, ২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৭, ৩। Bengal Government ১, ৪। Manager, Government of India Central Publication Branch ১, ৫। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ১, ৭। রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণ ১৬৮ ও ক্যালেণ্ডার ৩২)।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

২১এ আষাঢ় ১৩৩৭, ৬ই জুলাই ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সুরদাস" সম্বন্ধে পঞ্চম বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ।

সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় "সুরদাস" বিষয়ে তাঁহার শেষ বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুকে তাঁহার বিপুল পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয় বলিলেন,—এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, বাঙ্গালায় আগে হিন্দী চলিত। সুরদাস ও তুলসীদাসের আলোচনা এ দেশে ছিল ও এখনও আছে।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২৮এ আষাঢ় ১৩৩৭, ১৩ই জুলাই ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও পরম-সুহৃদ্ জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, যাদের শেষে যাবার কথা, তারা আগে চলে যায়। আর তাদের এক একজনের শোক-সভায় আমাদের নেতৃত্ব ক'রতে হয়। —এ কাজ নিষ্ঠুর ও গ্লানিকর কর্ত্তব্য। রাখাল আমার পুত্রের সহপাঠী ছিল। সেই জন্য তাকে ছেলেবেলা হ'তে জানতাম। তার সরল প্রাণ, অকপট বন্ধুবাৎসল্য ও নিঃশঙ্ক চিত্ত দেখে মুগ্ধ হ'তাম। অনেক সময়ে নিজেকে বিপন্ন ক'রে সে বন্ধুবাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছে। সে প্রকৃত ঐতিহাসিক ছিল। পল্লবগ্রাহিতা তার মধ্যে ছিল না। রাজা রাজেন্দ্রলালের পর স্বাধীনভাবে ঐতিহাসিক আলোচনায় ডক্টর রামদাস সেন ও মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম করা যায়। তাহার পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে রাখালের নাম সর্ব্বাগ্রে করা চলে। মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কার তাকে অমর করে রাখবে। তার মৃত্যুতে পরিষদের, বঙ্গদেশের, কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সমগ্র ভারতের বিশেষ ক্ষতি হ'ল।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় রাখালবাবুর অন্যতম সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ বাহাদুর রাখালবাবুর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি রাখালবাবুর ঐতিহাসিক গবেষণা, প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস্ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও চিত্রশালার স্থাপয়িতা, বঙ্গসাহিত্যের প্রতিভাবান্ লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে পরিষৎ গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনতিদীর্ঘ জীবনে প্রতিভা ও অধ্যবসায়গুণে দেশে ও বিদেশে একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও মনস্বী প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসালোচনায়, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি পুরাকালের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারে এবং মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ ঐতিহাসিকসমাজের এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে

ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।”

তৎপরে তিনি বলিলেন, রাখালবাবুর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের বিবরণ কখনও লোপ হইবে না। এই সকল আবিষ্কারের দ্বারা নিজ নামের সঙ্গে তিনি বাঙ্গালীর নাম অমর করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই পরিষদে এককালে সহকর্ম্মী ছিলাম। স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া পরিষদে কিরূপ আলোচনা হওয়া উচিত ও কি উচিত নয়, তাহা আমরা অবগত হই ও আমরা তদনুসারে আমাদের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করি। কোন সময়ে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আমাদের মতানৈক্য হওয়ায় আমরা রামেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ করিতে সংকল্প করি—কেন না, আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, পরিষৎ নিজ আদর্শ হইতে যেন কিছু দূরে সরিয়া যাইতেছেন। যাহাই হউক, পরে আবার আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলি। আমাদের বরাবরই লক্ষ্য ছিল যে, পরিষদে যাহা কিছু আলোচনা হইবে, তাহাতে মৌলিকত্ব থাকা চাই,—সমস্ত আলোচনাই যেন বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে হয়। রাখালবাবু পরিষদের চিত্রশালা স্থাপনের মূল—ইহা সকলেই জানেন। ইহার জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছেন এবং বহু মূল্যবান্ মূর্ত্তি ও মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকায় তিনি বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং ‘লেখমালানুক্রমণী’ গ্রন্থের প্রথমাংশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি নানা কারণে পরিষদের কোন কাজ করিতে পারেন নাই—তার জন্য তিনি বিশেষ দুঃখ করিতেন। তিনি হৃদয়বান্ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাথা হৃদয় হইতেও বড় ছিল।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, পি-এইচ ডি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, রাখালবাবু যে-যুগের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতেন, আমি তার ধারও ধারি না। তিনি তাঁহার আবিষ্কারাদির দ্বারা বঙ্গদেশের ভাষাকে ও জগৎকে উপকৃত করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের আলোচনায় তাঁহার সহিত সংবাদপত্রে আমার মসিযুদ্ধ হইয়াছে—মনান্তরও হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে খাওয়া দাওয়ায় যেন তিনি অন্য মানুষ, যেন কোন কালে তাঁর সঙ্গে আমার কখনও মনাণ্ডর হয় নাই।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ ডি এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন, রাখালবাবু অনেক জিনিষ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার আশ্রয়ে দেশের প্রভূত উপকার হইবে। তাঁহার কীর্ত্তি অবিনশ্বর।

সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।”

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, রাখাল আমার ছোট ভাইয়ের মত ছিল। তার সম্বন্ধে আলোচনায় অনেক ব্যক্তিগত কথা এসে পড়ে। মানুষ হিসাবে তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলতে চাই যে, তার প্রাণ ছিল খাঁটি সোনা, বন্ধুবান্ধবদের প্রাণঢালা ভালবাসায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার অনেক দুঃস্থ আত্মীয়কে সে সাহায্য করত ও নিজ বাড়ীতে স্থান

দিত। পুনায় তার বাঙ্গলা ছিল মুসাফিরখানা। অমন সদানন্দ মানুষ ত দেখব না! পরিষদের জন্য সে অনেক খেটেছে। শেষ জীবনে হাতে কলমে কিছু করতে না পারলেও ইহার মঙ্গলকামনা সে করত। তার মনীষা ছিল অসাধারণ। ইতিহাসে সত্যের উপাসনা করা ও শবব্যবচ্ছেদকারীর মত সংগৃহীত তথ্যগুলি হ'তে সত্য নিষ্কাষণ করাই তার কাজ ছিল। সুচারু সাহিত্যেও তার স্থান ছিল। যৌন সাহিত্যের উপর তার অসাধারণ বিদ্বেষ ছিল। অকালে সে গেল চলে—তার অনেক কাজ যে বাকী পড়ে রইল!

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন যে, রাখালকে বাল্যকাল হইতে জানতাম ও স্নেহ করতাম। তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি হ'লে তাকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতাম।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, গত ১৫ বৎসর হ'তে তাঁকে জানতাম, কিন্তু গত ৮।৯ বৎসর হ'তে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার অবসর পেয়ে আমি বিশেষ উপকৃত হ'য়েছি। তাঁর চরিত্র যেমন উজ্জ্বল, তেমনি মধুর ছিল। তার বদান্যতা, কুশাগ্রবুদ্ধি, অল্প আলোচনায় ঐতিহাসিক জটিল বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা, সর্ব্বোপরি তাঁর সারল্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। স্যর জন মার্শেল সাহেব ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ পত্রে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের বিবরণে রাখালবাবুরই সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল, তাহা প্রকাশ করেন। তৎপরে আমি তাঁর নির্দ্দেশ মত মডার্ণ রিভিউ পত্রে ১৯২৪ সালে ঐ আবিষ্কারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করি। তাঁর এই আবিষ্কারের দ্বারা সভ্যতার উৎপত্তির অনেক কথাই উল্টে যাচ্ছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, রাখালবাবুর একটা গুণ ছিল যে, তাঁহার ঐতিহাসিক সুলভ ঈর্ষ্যা ছিল না। প্রাচীন মুদ্রার লিপি পাঠ, অক্ষরের কাল-নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞান ছিল—এরূপ খুব কম লোকেরই দেখা যায়। কোন নূতন মুদ্রা হস্তগত হ'লে সেটা রাখালবাবুকে না দেখিয়ে নিলে আমাদের তৃপ্তি হ'ত না।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বিদ্যার্ণব মহাশয় বলিলেন,—তাঁর মেধা ও মনীষার কথা অনেক শুনতে পাব। কিন্তু তিনি যে আস্তিক ছিলেন ও হিন্দুধর্ম্মে তাঁর গাঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি গভীর রাত্রে তান্ত্রিক সাধনা করিতেন ও সাধু-সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে ফিরিতেন, তাহা অনেকেই হয় ত জানেন না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস আলোচনা করেও যে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা করিতেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, রাখালের বন্ধুগণের মধ্যেই তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার ভার থাকিলেই যে তাহা সম্ভব হবে, তাহা নিশ্চিত। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় রাখালের অনেক কাজ বাকী রইল বলে দুঃখ করেছেন। কিন্তু দুঃখ করবার হেতু নাই। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র যা শেষ করে যেতে পারেন নাই, তা পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণই করেছেন। রাখালের আরব্ধ কাজ তাঁর বন্ধুগণ ও ছাত্রগণ করবেন, ইহা আমরা আশা করি।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া

বলিলেন, রাখালবাবু পরিষদে তাঁর সহকর্ম্মী ছিলেন। তাঁর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি রস-সাহিত্য সমৃদ্ধ করতে বিশেষ চেষ্টা করেছেন। নিজে তিনি ভাল নট ছিলেন—সুন্দর অভিনয় করতেন। নাটকও লিখেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক কি ভাবে হওয়া উচিত ও ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ে কি ভাবে ঐতিহাসিক আবেষ্টনীর প্রয়োজন, তাহা তিনি রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দিতেন। রস-সাহিত্য-রচনার ক্ষমতা তাঁর অদ্ভুত ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

৬ই ভাদ্র ১৩৩৭, ২৩এ আগষ্ট ১৯৩০, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও পরম হিতৈষী সদস্য রায় চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম্ বি, এফ সি এস্ বাহাদুরের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ এবং তদুপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় কর্ত্তৃক মৃত মহাত্মার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমেই নিম্নলিখিত মন্তব্য উপস্থিত করিলেন,—

"পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইতে তিনি ইহার সদস্য ছিলেন এবং দক্ষতার ও আন্তরিকতার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন এবং স্বীয় গ্রন্থাবলী ও বক্তৃতাদির দ্বারা বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পরিষদের এই হিতৈষী বন্ধুর ও একনিষ্ঠ সেবকের পরলোক-গমনে বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে না। পরিষৎ মৃত মহাত্মার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় "চুণীলাল-স্মৃতি" নামক কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম্ এ মহাশয় "বঙ্গসাহিত্যে চুণীলাল" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ ভাদ্র সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।)

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল সি মহাশয় বলিলেন, চুণীবাবুর চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়া দেখা যায়। মানুষের শক্তিকে কি ভাবে কাজে লাগান যায়, তাহা চুণীবাবুর কার্য্য-কলাপ দেখিলেই জানিতে পারা যায়। তিনি 'অনাথ-আশ্রমের' প্রাণস্বরূপ ছিলেন, ডিষ্ট্রীক্ট

চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। স্ত্রীলোকদের সাহায্যের জন্য তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন। ব্লাইণ্ড স্কুল, ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব স্কুল, অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের কবল হইতে বালিকাদের উদ্ধার-সমিতি, পানিহাটীর গোবিন্দকুমারী হোম্ প্রভৃতির কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। অনেক সময়ে অনাথ বালিকাদের বিবাহে তিনি নিজ ব্যয়ে যৌতুকাদি দিতেন। সায়ান্স এসোসিয়েশনে তিনি অনেক কাজ করিয়াছেন। কলিকাতা বিদ্যালয়ের কাজকে তিনি নিজের কাজ মনে করিতেন। আমরা পরিষদের একজন বড় নেতা হারাইয়াছি—এই বলিয়া তিনি সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন,—

"স্বর্গীয় রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় চুণীবাবু আমার গুরু, তাঁর কাছে আমি রসায়নশাস্ত্র পড়েছিলাম। তিনি সরল ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালায় রসায়ন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরিষদে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ও সাহিত্য-সভায় তাঁর সংশ্রবে এসে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। তাঁর চরিত্রে একটা দৃঢ়তা দেখেছি। কোন কোন সময়ে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। সব দেশেই বিজ্ঞানের সাধারণ কথাগুলি সাধারণকে শেখাবার ব্যবস্থা আছে; এদেশে সে ব্যবস্থা নাই দেখে তিনি সরল বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বই লেখেন ও অনেক বক্তৃতাদিও দেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর খাদ্য সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা দেশ কখনও ভুলবে না। দেশের সর্ব্ববিধ শুভ কাজে নিজেকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের আদর্শস্থানীয়।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, চুণীবাবু বাল্যকালে শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের ছাত্র ছিলেন। উত্তরকালে ইহার কর্ণধার হইয়া ইহাকে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য তিনি ও স্বর্গীয় অমৃতবাবু বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৬৪০০০৲ টাকা দান সংগ্রহ করিয়া স্কুলের জন্য এক বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী এমন কি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল পরীক্ষক নিযুক্ত হন। District Charitable Society-র Indian Committee-র তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি ধর্ম্মে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিক্ষাদীক্ষার অনুগামী ছিলেন। কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানের উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা-পরায়ণ ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন,—বেলুড় মঠ, বিবেকানন্দ সোসাইটী, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। কোন ছাত্র তাঁর নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসে নাই। তিনি কলিকাতার শেরিফ ছিলেন। কলিকাতা ব্লাইণ্ড স্কুল, কলিকাতা অরফ্যানেজ প্রভৃতি কলিকাতার বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানের তিনি কর্ণধার ছিলেন এবং সেগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পরিষদের তিনি পরম বন্ধু ছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, আমি চুণীবাবুকে অত্যন্ত

শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। যে প্রতিষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন, তাঁকে দেখিলে মনে হইত যেন সেই প্রতিষ্ঠানেরই উন্নতি-চিন্তা তাঁহার জীবনের ব্রত। আমাদের তিনি বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁর পরলোক-গমনে আমরা যেন নিজ আত্মীয় হারাইয়াছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁর সঙ্গে এক সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষত্বের বিষয় জানিয়াছি। তিনি প্রত্যেক কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিতেন। প্রত্যহ ভোরে ৫।৫৷৷০টায় শয্যা ত্যাগ করিয়া একটু বেড়াইতেন, তারপর চিঠি-পত্রাদি লিখিতেন। তিনি ছোট-বড় সকল কাজকেই সমান দরকারী মনে করে কাজ করিতেন। তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন, কাহাকেও কোন কালে রূঢ় বাক্য বলিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বঙ্গদেশে অতি অল্পই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে যাহার সহিত চুণীবাবুর সম্বন্ধ ছিল না। এই জন্যই সকল শ্রেণীর কর্ম্মীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার কার্য্যশক্তি ছিল বহুমুখী। রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ও গবেষণা সর্ব্বজন-পরিচিত—ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর মত মেধাবী ছাত্র তাঁহার অন্তেবাসীরূপে তাঁহার কাছে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরিষদের এই মঞ্চ হইতে তিনি সহজ ও সরল ভাষায় খাদ্য সম্বন্ধে কত বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পরিষদের কত অধিবেশনে যে যোগ্যতার সহিত সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তিনি বিজ্ঞানকে পরব্যোম হইতে অবতরণ করাইয়া আমাদের গ্রাহ্য করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। বেদান্তের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি কর্ম্মব্যূহ রচনা করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেন ও অনুপ্রাণন করিতেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন বহু ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ছিল। আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি অমরধাম হইতে আমাদের প্রতি শুভ দৃষ্টি অর্পণ করুন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

৩য় ও ৪র্থ মাসিক অধিবেশন

৭ই ভাদ্র ১৩৩৭, ২৪এ আগষ্ট ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

স্থগিত তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ,—(ক) মহেশচন্দ্র ঘোষ, (খ)

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, (গ) সত্যচরণ মিত্র এবং (ঘ) শ্রীনাথ সেন মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৫। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের চিত্র, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন" নামক প্রবন্ধ, ৭। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন—(ক) ৩য় নিয়মের ১৪শ ছত্রের 'সভ্যের' ও 'সম্মতি' এই দুইটী শব্দের মধ্যস্থিত 'লিখিত' শব্দ উঠাইয়া দিবার বিষয়ে এবং আজীবন-সদস্য সংক্রান্ত ১৪শ নিয়মের "পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য" এই শব্দ কয়টী উঠাইয়া দিবার বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৮। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নোক্ত মন্তব্য অনুমোদনের প্রস্তাব,—(ক) পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর রমেশ-ভবন-সমিতি কর্ত্তৃক অর্পিত ভার গ্রহণের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হউক, (খ) রমেশ-ভবন-সমিতিকে পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে যে ১০,০০০৲ দশহাজার টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা শোধ দেওয়া হউক, এবং (গ) রমেশ-ভবন-নির্ম্মাতা কণ্ট্রাক্টর মেসার্স কে সি ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর বাকী প্রাপ্য টাকা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা হইতে পরিশোধ করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ক্ষমতা প্রদান করা হউক এবং ৯। বিবিধ।

৪র্থ মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি মহাশয়-লিখিত "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ৩৬শ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের উপহৃত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোক-গমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—(ক) মহেশচন্দ্র ঘোষ, (খ) হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, (গ) সত্যচরণ মিত্র এবং (ঘ) শ্রীনাথ সেন। তিনি বলিলেন যে, মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দার্শনিক পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সমালোচক ছিলেন। 'প্রবাসী'তে এবং অন্যত্র তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী মহাশয় কবি ছিলেন। সত্যচরণ মিত্র মহাশয় "প্রতিবাসী" কাগজ প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার সংগৃহীত সমস্ত পুস্তক (প্রায় ৯০০ খানি) তিনি পরিষৎকে বিনা সর্ত্তে দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীনাথ সেন মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অবসর সময়ে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে দুইখণ্ড পুস্তক বাঙ্গালায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কতিপয় খণ্ড পরিষদের ভাণ্ডারে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি শেষ জীবনে ইংরেজীতেও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ মহাশয়ার লিখিত কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের আত্মজীবনী হইতে কিছু বলিলেন। সভাপতি মহাশয় চিত্র-প্রদাতা, প্রবন্ধলেখিকা এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে, (ক) পরিষদের তৃতীয় নিয়মের ১৪শ ছত্রের "সভোর" ও "সম্মতি" এই দুইটি শব্দের মধ্যস্থিত "লিখিত" শব্দ উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং (খ) আজীবন-সদস্য সংক্রান্ত ১৪শ নিয়মের "পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য" এই শব্দ কয়টি উঠাইয়া দেওয়া হউক। যথাক্রমে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রস্তাব দুইটি সমর্থন করিলেন। তৎপর প্রস্তাবদ্বয় গৃহীত হইল।

৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত রমেশ-ভবনের সম্পর্কের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া সম্পাদক মহাশয় পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২৩এ শ্রাবণ ১৩৩৭ তারিখের অধিবেশনে গৃহীত নিম্নোক্ত প্রস্তাব তিনটি উপস্থিত করিলেন,—

(ক) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর রমেশ-ভবন-সমিতি কর্ত্তৃক (৮ই আগষ্ট ১৯৩০ তারিখের অধিবেশনে) অর্পিত কার্য্যভার গ্রহণের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হউক।

(খ) রমেশ-ভবন-সমিতিকে পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে যে, ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা শোধ দেখা হউক।

(গ) রমেশ-ভবন নির্ম্মাতা কণ্ট্রাক্টর মেসার্স কে সি ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর বাকী প্রাপ্য টাকা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা হইতে পরিশোধ করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ক্ষমতা দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে রমেশ-ভবনের কর্ত্তৃত্ব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উপর আসিবে। তৎপরে তিনি সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ বিষয়ে যদি কেহ আইন-ঘটিত সংবাদ জানিতে চাহেন, তাহা তিনি ব্যাখ্যান করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কেহ কোন প্রশ্ন করিলেন না। অতঃপর প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল।

৮। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন" প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর স্থগিত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইল।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত সদস্য-নির্ব্বাচন ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদানের কার্য্য স্থগিত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের

ঐ সকল আলোচ্য বিষয়ের সহিত শেষ হইয়াছে। তৎপরে তাঁহার আহ্বানে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় তাঁহার "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক এবং আলোচনাকারীদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, ৮১এ গার্ডিনার রোড, লিলুয়া, হাওড়া; ২। শ্রীযুক্ত শিশিরেন্দ্রকিশোর দত্ত রায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা; ৩। শ্রীযুক্ত দয়ারাম পোদ্দার, ৫ তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৪। শ্রীযুক্ত প্রসাদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১০।১ পিয়ারীমোহন সুরের লেন, কলিকাতা; ৫। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মাহিন্দার, ২ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ এম এ, মুন্সেফ, বাঁকুড়া; ৭। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, হাপানিয়া, পাটুলী, বর্দ্ধমান; ৮। শ্রীযুক্ত শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী, এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনার, ভবানীপুর।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা—

১। The Secretary, Smithsonian Institution—২, ২। Bengal Government—২, ৩। India Government—২, ৪। The Director of Industries, Bengal—২, ৫। কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র—২, ৬। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৬, ৭। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—৩২২ পুস্তক ও ৫২ খানি মাসিকপত্র, ৮। বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান—৬৯, ৯। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায় ১—১, ১০। শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ১, ১১। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার পাল—১, ১২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার গুহ—১, ১৩। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ—১, ১৪। শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়—১, ১৫। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৪, ১৬। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ—১।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৭, ৩১এ আগষ্ট ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্ত্তমান কালের উত্তম পুরুষ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা বিজ্ঞাপিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য দিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উষ্টসাগর বি এ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধের বিষয় আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, জমিদার, আমলা-সদরপুর, নদীয়া; ২। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ বি এল, সেওড়াফুলী রাজবাড়ী, সেওড়াফুলী; ৩। শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ১ কৈলাস বসু লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া; ৪। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দাস, ১১ উল্টাডাঙ্গা রোড; ৫। শ্রীযুক্ত ফখরুল ইসলাম বয়াহীদ, ৫১ বৈঠকখানা রোড, রুম নং ৩২।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তকসংখ্যা

১। The Bengal Government—১, ২। The Director of Industries,

Bengal—১, ৩। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১৭, ৪। শ্রীযুক্ত বসুধারঞ্জন চক্রবর্ত্তী—২, ৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য—২, ৬। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু—৩।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

২৮এ ভাদ্র, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"লক্ষ্মী" বিষয়ে বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই পরিষদে "সরস্বতীর" বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবারে তিনি "লক্ষ্মী" বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "লক্ষ্মী" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ৩৪ খানি ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিলেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় বক্তৃতার জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, নানা শাস্ত্রে ভগবতী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই তিন দেবীই এক বলিয়া বর্ণিত আছেন। তিনি শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ইহার সামঞ্জস্য করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু "লক্ষ্মীর" বিষয়ে কোনরূপ দার্শনিক ভিত্তি লইয়া আলোচনা করেন নাই, লক্ষ্মীর ঐতিহাসিক ও মূর্ত্তিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া 'সৌভাগ্য লক্ষ্মী' উপনিষদের উল্লেখ করিলেন এবং উপনিষদ্ হইতে এ বিষয়ে উপকরণ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। মূর্ত্তির পরিকল্পনা সম্বন্ধে মূর্ত্তিতত্ত্ব বা Iconography এবং শাস্ত্রাদির কোন সংযোগ আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। শ্রীরঙ্গমে জলশয্যায় শায়িত বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন, সেখানে লক্ষ্মী আছেন কি না ও শ্রী দক্ষিণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত কিরূপে হইলেন, তাহারও অনুসন্ধান করিতে তিনি অমূল্যবাবুকে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন; তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"যুধিষ্ঠিরের সময়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ।

প্রবন্ধ-পাঠক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয়ের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় "যুধিষ্ঠিরের সময়" বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তিনি এই প্রবন্ধ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কল্যাব্দের প্রারম্ভই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের কাল। তিনি এ বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে যে মতবিরোধ আছে, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রব্যাখ্যাতাদিগের আদর্শে সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রাচীন মতবাদগুলির একবাক্যতা প্রদর্শনেরও চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল, ডক্টর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এইচ ডি ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। এই অবসরে তিনি বলিলেন যে, অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে এবং তাহার আলোচনায় পাশ্চাত্ত্য ও আর্য্য প্রণালীতে পার্থক্য আছে এবং এরূপ আলোচনারও উপকারিতা আছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৮এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ (ক) শশধর রায় এম এ, বি এল, (খ) ঝলাইচাঁদ মল্লিক, (গ) মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং (ঘ) সূর্য্যকুমার পাল মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়-প্রদত্ত ৺সত্যচরণ মিত্র মহাশয়ের চিত্র, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়-লিখিত "রামগোপাল দাসের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী" এবং ৭। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের এবং দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে পুস্তক প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোক-গমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—

(ক) শশধর রায় এম এ, বি এল—ইনি রাজসাহীর ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী হইয়াও একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি বাঁকীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া এবং বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গভাষার বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

(খ) বলাইচাঁদ মল্লিক—ইনি বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ও প্রবন্ধ লিখিয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন।

(গ) মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়—প্রবীণ হিতৈষী সদস্য ছিলেন।

(ঘ) সূর্য্যকুমার পাল—ইনি একজন সদস্য ছিলেন এবং পরিষদের প্রাচীন সেবক ছিলেন। তিনি পরিষদের হিসাব-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থাকিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষদের সমধিক ক্ষতি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি লণ্ডন হইতে লিখিত পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়-প্রদত্ত পরিষদের স্বর্গীয় সহায়ক-সদস্য সত্যচরণ মিত্র মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিলেন যে, সত্যবাবু শেষ জীবনে তাঁহার সংগৃহীত প্রায় ৯০০ বই পরিষৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক সময়ে "প্রতিবাসী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-প্রশস্তি" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। চিত্র প্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত নারায়ণবাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়-লিখিত "রামগোপাল দাসের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা-ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত হীরালাল চৌধুরী, ১১ বি লক্ষ্মীদত্ত লেন, কলিকাতা; ২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা; ৩। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম বি, ৯ রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা; ৪। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, সাংখ্যকাব্যপুরাণতীর্থ, এম এ, নীলমণি মিত্র রোড, টালা, কাশীপুর; ৫। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম এ, বি এল, ডিষ্ট্রীক্ট এণ্ড সেসন জজ, ১ নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলিকাতা; ৬। শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার গুপ্ত, ৫২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা।

১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ—২, ২। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—৩৮, ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—১, ৪। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—১, ৫। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল—৮, ৬। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়—৫, ৭। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত—৭, ৮। শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর দত্ত—১, ৯। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৯, ১০। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী—১, ১১। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১, ১২। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত—১, ১৩। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১১, ১৪। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু—২, ১৫। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১, ১৬। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত—৩, ১৭। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ১, ১৮। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার—১, ১৯। শ্রীযুক্ত কবিরাজ সারদামোহন বিদ্যাবিনোদ ২, ২০। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত শশিশেখর বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশেখর বসু—১৪ খানি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ২১। শ্রীযুক্তা শুভ্রজা বন্দ্যোপাধ্যায়—১০, ২২। শ্রীযুক্ত জি, বাগারিয়া—১, ২৩। শ্রীযুক্ত সম্পাদক, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর—১০, ২৪। India Government—৬, ২৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার—২, ২৬। Bengal Government—৫, ২৭। The Secretary, Smithsonian Institution ৮, ৩০। The Director of Industries, Bengal—২, ৩১। The Supdt. Govt. Museum, Madras—১, ৩২। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু—১১, ৩৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত এস রায়—১, ৩৪। The Supdt. Govt. Printing, Punjab—১, ৩৫। তাঞ্জোর মহারাজার সরস্বতীমহল লাইব্রেরীর সম্পাদক—৩, ৩৬। The Supdt. Naval Observatory, U. S., Washington—১।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১৯এ পৌষ ১৩৩৭, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "কৌলমার্গ বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি" এবং (খ) শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী এম এ মহাশয়-লিখিত "শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ" এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ-পাঠ স্থগিত রহিল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের নাম ও তাঁহাদের প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা বিজ্ঞাপিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাঁহার "কৌলমার্গ বিষয়ে একখানি পুথি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে এই পুথি আবিষ্কারের জন্য এবং প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, বঙ্গভাষায় কৌলমার্গ বিষয়ে পুথি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। তন্ত্রের অনেক বাঙ্গালা মন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও সে সব প্রকাশ হয় নাই। পরিষৎ হইতে কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' প্রকাশ হইয়াছে—উহাতে ষট্‌চক্রভেদের কথা আছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধলেখক মহাশয় প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতেছেন, সেই সম্পর্কে তিনি অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতে একটি পুথিশালা করিয়াছেন। আলোচ্য পুথিখানিও তাঁহারই সংগৃহীত। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, বঙ্গদেশে তন্ত্রের পুথি বেশি পাওয়া যায় নাই। কাশ্মীরে কৌলমার্গ বিষয়ে ও তন্ত্রের অন্যান্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে অনেক কৌল আছেন, তাঁহাদের কাছে কিছু কিছু গ্রন্থ থাকিবার সম্ভাবনা। বটতলায় কিছু তন্ত্রের বই ছাপা হইয়াছে। পরিষৎ হইতে "সাধক-রঞ্জন" ব্যতীত "কৌলমার্গ-রহস্য" নামক এক গ্রন্থ ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশ হইয়াছে। বঙ্গদেশে

কৌলদের পুথি যদিও কিছু কিছু পাওয়া যায়, তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজান নাই। কেম্ব্রিজে সহজ চৈতন্যপুরীর "অধ্যাত্মপ্রদীপ" নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে কৌলধর্ম্ম ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের অনেক কথা আছে—গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়-লিখিত "শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় এই শব্দ সংগ্রহের জন্য প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় ব্যাকরণভূষণ, কাব্যস্মৃতিতীর্থ, সাং জীরাট, বলাগড় পোঃ, জেলা হুগলী, ২। শ্রীযুক্ত এন চক্রবর্ত্তী, টেনোগ্রাফার, ই আই আর, এজেণ্টস্ আফিস, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী; ৩। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, বি এল, ৭৮।১ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল বি এ, চন্দিশা, হুলারহাট পোঃ, বরিশাল; ৫। শ্রীযুক্ত মহাশয় অমরনাথ ঘোষ, ভাগলপুর লজ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা, ৬। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম এ, লালকুঠী, তেলেনীপাড়া, হুগলী; ৭। শ্রীযুক্ত বিকাশ-চন্দ্র নন্দী বি এ, লালকুঠী, তেলেনীপাড়া, হুগলী; ৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম বি, ২৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৯। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র গুপ্ত এম বি, দি নিউ মেডিক্যাল হল, আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা।

১। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১, ২। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—৪, ৩। শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন সেন গুপ্ত—১, ৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট—১, ৫। শ্রীযুক্তা শুভ্রজা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯, ৬। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২, ৭। The Asst. Secty. to the Govt. of India Deptt. of Education—১, ৮। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১, ৯। The Secy. Students Welfare Committee—১, ১০। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী—২, ১১। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৪এ মাঘ ১৩৩৭, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"চিরঞ্জীব শর্ম্মা" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

লেখক—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি, শারীরিক অপটুতাবশতঃ পরিষদে উপস্থিত হইতে অক্ষমতা জানাইয়া অদ্যকার প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয়কে আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "চিরঞ্জীব শর্ম্মা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অদ্যকার প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের উপযুক্ত প্রবন্ধ। প্রবন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহাতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার ভাব উজ্জ্বল রহিয়াছে—এবং শাস্ত্রী মহাশয় এই বিষয়টি শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়াছেন। চিরঞ্জীবের 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' রাজবাটী হইতে এক শত বৎসর আগে ছাপা হইয়াছিল, ইহা সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ হইতে শোভাবাজার প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই কার্য্যের জন্য তিনি শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবুকে শোভাবাজার রাজবাটীতে অনুসন্ধান করিয়া উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপর তিনি প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠক মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি আরও জানাইলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গের অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এইরূপ পরিচয়-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৫এ মাঘ ১৩৩৭, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম ডি, (খ) সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "ব্রজবুলি" নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় গত অধিবেশন-গুলির কার্য্যবিবরণের মর্ম্ম পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের দুই জন প্রাচীন সদস্য (ক) ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম ডি এবং (খ) কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেশের সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জানিত। তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষরূপে এই প্রতিষ্ঠানটির যথেষ্ট উপকার করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রবাবু পরিষদের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। তিনি প্রায় ১৭।১৮ বৎসর ইহার সদস্য ছিলেন।

৪। লেখকের অনুপস্থিতিবশতঃ সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "ব্রজবুলি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠক ও লেখক মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা-ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, ১৪৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ভড়, ১৮ গোয়ালপাড়া লেন, কলিকাতা; ৩। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানেজার, বেঙ্গল ভেটারনারী কলেজ, বেলগাছিয়া; ৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র সোম, ৭৬।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা; ৫। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সাধু, অ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, পি ডবলিউ ডি, 'মোহিনী-মঞ্জিল,' কলেজ রোড, চুঁচুড়া; ৬। শ্রীযুক্ত নীহারকুমার পাল চৌধুরী, নর্থ ব্যাটরা, হাওড়া; ৭। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মিত্র, ১ মেন সুয়ার রোড, কালীঘাট; ৮। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, ১৬

গোবিন্দ সেন লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ; ৯। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ বি এ, এম এল সি, দমদমা ; ১০। শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ পাল চৌধুরী, ২৮ সুরি লেন, কলিকাতা ; ১১। শ্রীযুক্ত খানবাহাদুর টি আমেদ, এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পি ডবলিউ ডি, ১২। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায়, ডি-এস্‌-সি, সায়ান্স কলেজ ; ১৩। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, ১৭ জাষ্টিস দ্বারকানাথ রোড, এল্‌গিন রোড পোষ্ট, কলিকাতা ; ১৪। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্ট ইষ্টার্ণ সার্কল, ৬ এস্‌প্লানেড রো, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা।

১। শ্রীযুক্ত পি, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়—১, ২। The Director, Geological Survey of India—২, ৩। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১, ৪। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—৪, ৫। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৫, ৬। The India Goverment—১, ৭। সাধন-সমর-আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ—১, ৮। শ্রীযুক্ত ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ—১, ৯। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু—১।

ভ্রম সংশোধন

১৩৩৬ মাসিক অধিবেশনগুলির পরিশিষ্টে প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকায় এবং উপহারস্বরূপপ্রাপ্ত পুস্তকসংখ্যা ও উপহারদাতৃগণের নাম মুদ্রণে কিছু কিছু ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে ঐ সকল বিষয়ের সংশোধিত তালিকা প্রদত্ত হইল,—

প্রথম মাসিক অধিবেশনে

(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ—

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৩৬।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি এল, এড্‌ভোকেট, ৩১ হালদারপাড়া রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

(খ) উপহারস্বরূপপ্রাপ্ত পুস্তকসংখ্যা ও উপহারদাতৃগণ,—

১। Government of India—৫, ২। Government of Bengal—৩, ৩। Curator, Watson Museum—১, ৪। Surveyor General of India—১, ৫। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১২১, ৬। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—৭, ৭। ৺শ্রীনাথ সেন—৪ ৮। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—৩, ৯। শ্রীযুক্ত এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং—১, ১০। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন—১, ১১। শ্রীযুক্ত নন্দকুমার গোস্বামী—১, ১২। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—১, ১৩। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী—১, ১৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়—১, ১৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বটব্যাল—১, ১৬। শ্রীমতী কুমুদিনী মজুমদার—১, ১৭। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার—১, ১৮। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—২, ১৯। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১, ২০। শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ রায়—১, ২১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি—১, ২২। শ্রীযুক্ত কে এন দীক্ষিত—১, ২৩। শ্রীযুক্ত মেরোব জে শেঠ—৩, ২৪। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে

১। Government of Bengal—৪, ২। Smithsonian Institution—৪, ৩। Director of Archæology, Hyderabd—২, ৪। Museum of Fine Arts—১, ৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১, ৬। শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ—৯০, ৭। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ—৫১, ৮। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৮, ৯। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—২, ১০। শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র দাশ—১, ১১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়—১, ১২। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বটব্যাল—১, ১৩। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সাহা—১, ১৪। শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র—১, ১৫। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১, ১৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১, ১৭। শ্রীযুক্ত নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়—১।

তৃতীয় ও চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে

১। Government of India—২, ২। Government of Bengal—৩, ৩। Smithsonian Institution—৭, ৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—২, ৫। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তত্ত্বরত্ন—৩, ৬। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—২, ৭। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস মজুমদার—২, ৮। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—২, ৯। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—১, ১০। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৬, ১১। শ্রীযুক্ত ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু—১, ১২। শ্রীযুক্ত মতিলাল চট্টোপাধ্যায়—১, ১৩। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—৩, ১৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সাহা—১।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে

১। Government of India—৫, ২। Government of Bengal—১, ৩। তাঞ্জোর মহারাজ সারফোজীর সরস্বতী মহল লাইব্রেরী—৩, ৪। Smithsonian Institution—৩, ৫। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৪, ৬। রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর—৩, ৭। শ্রীযুক্ত 'গৌরীয়'-সম্পাদক—২, ৮। শ্রীযুক্ত নারায়ণহরি বটব্যাল—২, ৯। শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ—১, ১০। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন—১, ১১। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তত্ত্বরত্ন—১, ১২। শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা—১, ১৩। গট্টুলালজী সংস্থার সম্পাদক—১, ১৪। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ—১।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে

১। Smithsonian Institution—৩, ২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২, ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন—২।

সপ্তম মাসিক অধিবেশনে

১। Government of India ১, ২। Government of Bengal ১, ৩। Government of Punjab—১, ৪। Government Museum, Madras—১, ৫। Superintendent, Naval Observatory—১, ৬। Smithsonian Institution—৪, ৭। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রাম—৬, ৮। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী—৫, ৯। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস—৩, ১০। শ্রীমতী মানকুমারী বসু—২, ১১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ—২, ১২। শ্রীযুক্ত রামশশী কর্ম্মকার—২, ১৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২, ১৪। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত—২, ১৫। রায় শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর—১, ১৬। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১, ১৭। শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—১, ১৮। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ—১, ১৯। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ—১, ২০। শ্রীযুক্ত ব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ—১।

অষ্টম মাসিক অধিবেশনে

১। Bengal Government Library—৫৭, ২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১, ৩। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—৬, ৪। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রাম—৫, ৫। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—২, ৬। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—১, ৭। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল—১, ৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১, ৯। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১, ১০। শ্রীযুক্ত ব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ—১।

দশম মাসিক অধিবেশনে

১। Government of India—১, ২। Government Museum, Madras—১, ৩। Smithsonian Institution—৩, ৪। তাঞ্জোর মহারাজ সারফোজীর সরস্বতী মহল লাইব্রেরী—৩, ৫। শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ—৮, ৬। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—৫, ৭। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ—৩, ৮। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল—২, ৯। শ্রীযুক্ত ব্রজচরণ সেন—১, ১০। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

১। জ্যামিতিশাস্ত্রের হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার ... শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি ... ১
২। নাম-সংখ্যা ... ... শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি ... ৭
৩। জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা ... শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি ... ২৮
৪। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন ... শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ৪০
৫। ঐ সম্বন্ধে বক্তব্য ... শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ ... ৫৪
৬। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুর বক্তব্য ৫৯

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, বি এল, পি-এচ ডি প্রণীত

মূল্য—দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

সুলভে পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলীর প্রচারার্থ কিছু দিনের জন্য নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীর সেট নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করা হইবে—

প্রথম সেট ৫৲ পাঁচ টাকা

১।	ন্যায়-দর্শন ১ম ও ২য় খণ্ড	৩৸০	৫।০
২।	পদকল্পতরু ১ম ও ২য় ,,	২।০	৩।০
৩।	সর্ব্বসংবাদিনী	১৸০	২।০
৪।	কৌলমার্গ-রহস্য	১।০	১৷৷০
৫।	মনোবিজ্ঞান	১৲	১৷৷০
৬।	দুর্গামঙ্গল	৷৷০	১৲
		১০৷৷০	১৪৸০

দ্বিতীয় সেট ৫৲ পাঁচ টাকা

১।	ন্যায়-দর্শন—৩য় ও ৪র্থ খণ্ড	৩৲	৪৲
২।	পদকল্পতরু ৩য় ও ৪র্থ ,,	২।০	৩।০
৩।	সর্ব্বসংবাদিনী	১৸০	২।০
৪।	কৌলমার্গরহস্য	১।০	১৷৷০
৫।	মনোবিজ্ঞান	১৲	১৷৷০
৬।	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	১৲	১৷৷০
৭।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৷৷৶০	৸৶৫
		১০৸৶০	১৪৸৶০

তৃতীয় সেট ৪৲ চারি টাকা

১।	উদ্ভিদজ্ঞান ১ম ও ২য় পর্ব্ব	১৷৷০	২।০
২।	শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল	১৲	১৷৷০
৩।	কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন	৸০	১৲
৪।	দুর্গা-মঙ্গল	৷৷০	১৲
৫।	শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস	৷৷৶০	৸৶০
৬।	সারদা-মঙ্গল	৷৷০	৸০
৭।	গোরক্ষ-বিজয়	৷৷০	৸০
৮।	ধর্ম্মপূজা-বিধান	৷৷০	৸০
৯।	লেখমালানুক্রমণী	৷৷০	৸০
১০।	তীর্থমঙ্গল	৷৶০	৷৷৶০
১১।	জ্ঞান-সাগর	৷৶০	৷৷০
১২।	মৃগলুব্ধ	৶০	৷৵০
১৩।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৶০	৷০
		৭৷৷০	১১৵০

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

স্থাপিত সন ১২৬৫ (১৮৫৯ এ ডি)

By Appointment to H. R. H. The Prince of Wales.

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

কেমিষ্টস্ ও ড্রগিষ্টস্

১ বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

সর্ব্বপ্রকার বিলাতী ও পেটেণ্ট **ঔষধ** চিকিৎসার উপযোগী **যন্ত্রাদি** সুরা, চস্‌মা, পশু চিকিৎসার ঔষধ **যন্ত্রাদি**	বিশ্ববিশ্রুত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ **বটকৃষ্ণ পালের** **এডওয়ার্ড টনিক** বা য়্যান্টি ম্যালিরিয়াল স্পেসিফিক বড় বোতল ছোট বোতল ১৷৷০ ১৲ ডিমাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র **সর্ব্বত্র পাওয়া যায়**	অস্ত্রোপচারের ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক **যন্ত্রাদি** ল্যাবরেটারি সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্য হোমিওপ্যাথি ঔষধ ও পুস্তক আমদানীকারক ও বিক্রেতা

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহুপুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

টাকের অব্যর্থ মহৌষধ

এক্সট্রাক্ট কুঁচ অয়েল—কুঁচ বা গুঞ্জাফল হইতে প্রস্তুত। দশ পনেরো বৎসরের পুরাতন টাকে কেশ উৎপাদন হয় ও কেশপতন নিবারণ করে। বহু পরীক্ষিত। ডাঃ এন, সি, বসু এম বি আবিষ্কৃত। সম্পূর্ণ রোগ-বিবরণ সহ পত্র দিবেন। ডাঃ এন, সি, বসু, ১২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

গলিত কুষ্ঠ, ধবল, বাতরক্ত

পারদ, উপদংশ ও যাবতীয় রক্তদুষ্টি ও চর্ম্মরোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষভাবে আরোগ্যলাভের ইচ্ছা থাকিলে, ২০এ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কুষ্ঠতত্ত্ববিদ্ অবধৌত কবিরাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের যোগিদত্ত অবধৌত চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

* তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

(গ্রন্থের নাম, সম্পাদক এবং সদস্য ও সাধারণ-পক্ষে মূল্য)

*১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তর)—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম এ, বি এল—।০।

*২। পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—।০।

*৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—ঐ—১।০।

*৪। ছুটীখানের মহাভারত—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, ডি লিট্—১৲।

৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—।০।

৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—৶০।

*৭। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—৸০।

*৮। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই—১৷৷০।

*৯। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব—২৲।

*১০। গৌরপদতরঙ্গিণী—৺জগবন্ধু ভদ্র। (গ্রন্থ পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে)—২৲।

*১১। কাশী-পরিক্রমা—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—৸০।

১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—৶০।

*১৩। রামায়ণ-তত্ত্ব, ১ম ও ২য় খণ্ড—৺কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব—১৷৷০।

*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকা-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত—।০।

১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৵০।

১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ,বি এল্—১।০।

*১৭। ব্রজ-পরিক্রমা—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—১৲।

১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—৺পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ—৵০।

১৯। নব্য রসায়নী-বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্-সি, পি-এচ্ ডি, সি আই ই—৷৷৵০।

*২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্—২৷৷০।

*২১। শূন্যপুরাণ—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—৸০।

*২২। মিলিন্দ পঞ্‌হো (মিলিন্দ-প্রশ্ন)—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী—১৷৷০।

*২৩। নবদ্বীপ-পরিক্রমা—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—৸০।

*২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—৫৲।

*২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সকলের পক্ষে—২৷৷০।

*২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—৺সতীশচন্দ্র ঘোষ—৩৲।

*২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়—৷৷৵০।

*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী—৫৷৷০।

*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্ এ—।৹।

৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর—৺চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ—।৹।

৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ—।৹, ৵০।

৩২। মায়াপুরী—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—৵০, ।৹।

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ। সকলের পক্ষে ১৲।

*৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—৫৲।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র (দ্বিতীয় সংস্করণ)—৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার। সকলের পক্ষে ৷৷৵০।

৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (৫ খণ্ডে)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ—১০৲।

*৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৪ খণ্ডে)—৺রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই। ১।২ খণ্ড ফুরাইয়া গিয়াছে—২৲, ৩য় খণ্ড—৷৷০, ১৲, ৪র্থ খণ্ড—।৵০, ৷৷৵০।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ—*(ক) রাঢ়ের ভাষা,—৸০, *(খ) শব্দ-শিক্ষা,—৸০, (গ) *ব্যাকরণ—১।০, (ঘ) শব্দকোষ ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ (১।২খণ্ড ফুরাইয়া গিয়াছে—২৲), ৩য় খণ্ড—১৲, ১৷৷০, ৪র্থ খণ্ড—৷৷৵০, ১৲।

*৩৯। মহিলা-ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী—।৹।

*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্-সি, পি-এচ ডি, সি আই ই এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন)—৵০।

৪১। কল্কিপুরাণ—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—৷৷৵০, ১।০।

৪২। জ্যোতিষ-দর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এম্ এ—১৲, ১।০।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড, ১ম ও ২য় ভাগ)—মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—৷৷৵০, ১৵০।

ঐ—(২য় খণ্ড, ১ম ভাগ)—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র—।৹, ৷৷০।

ঐ—(৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ)—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—।৵০, ৷৷৵০।

ঐ—(৩য় খণ্ড, ২য় ভাগ)—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—।৵০, ৷৷৵০।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী—৷৷০, ১৲।

৪৫। সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম (৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ)—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব—৩০৲ স্থলে ১০৲।

*৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ—৩৲।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—।৵০, ॥৵০।

৪৮। মৃগলুব্ধ—মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—৶০, ।/০।

*৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—৵০, ৶০।

৫০। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ। ১ম খণ্ড—১৲, ১॥০। ২য় খণ্ড—১।০, ১৸০। ৩য় খণ্ড—১।০, ১৸০, এবং ৪র্থ খণ্ড—১৲, ১॥০ (পঞ্চম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

*৫১। সয়রুল মোতাক্ষরীণ (বঙ্গানুবাদ)—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, সি আই ই। প্রথম ১ অংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ—মুনশী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ - ৶০,।০।

৫৩। তীর্থভ্রমণ—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—১৲, ১॥০।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—॥০, ৸০।

৫৫। বৌদ্ধগান ও দোহা—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট্, সি আই ই—২৲,৩৲।

৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—॥০, ৸০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত—৸০, ১৲।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (চণ্ডীদাসের সমসাময়িক পুথি হইতে সম্পাদিত)—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—২৲, ২॥০।

৫৯। জ্ঞান-সাগর—মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—॥০, ॥৵০।

৬০। সারদামঙ্গল—ঐ—॥০, ৸০,।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৲, ১।০।

৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—।০, ৵০।

৬৩। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—১ম খণ্ড—১॥০, ২॥০। ২য় খণ্ড—২।০, ২৸০। ৩য় খণ্ড—১॥০, ২৲। ৪র্থ খণ্ড—১॥০ ২৲ এবং ৫ম (শেষ) খণ্ড—২৲, ২॥০।

৬৪। গোরক্ষ-বিজয়—মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—॥০, ৸০।

৬৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—॥৵০, ৸৵০।

৬৬। সর্ব্বসংবাদিনী—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—১৸০, ২।০।

৬৭। মনোবিজ্ঞান—৺নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—১৲, ১॥০।

৬৮। উদ্ভিদ-জ্ঞান—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এফ সি এস, ১ম—পর্ব্ব ১৲, ১॥০, ঐ ২য় পর্ব্ব—॥০, ৸০।

৬৯। লেখমালানুক্রমণী (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ)—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ—॥০, ৸০।

৭০। রসকদম্ব—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ, এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ—১৲, ১॥০।

৭১। কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল্—৸০, ১৲।

৭২। মাথুর কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত—২৲, ২॥০।

৭৩। শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল (কৃষ্ণদাস কৃত)—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—১৲, ১॥০।

৭৪। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (গিজো-লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ)—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ এম এ—১৲, ১॥০।

৭৫। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)—কাশীরামদাস। (৯৮৫ সালের লিখিত পুথি হইতে সম্পাদিত)—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই—২৲, ৩৲।

৭৬। কৌলমার্গ-রহস্য—৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ—১।০, ১॥০।

৭৭। সংকীর্ত্তনামৃত (দীনবন্ধু দাস)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—মূল্য ॥৵০, ৸০।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি যন্ত্রস্থ রহিয়াছে—

১। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৫ম খণ্ড)—সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ। এই খণ্ডে পদসূচী, পদকর্ত্তৃসূচী, পদকর্ত্তৃগণের বিস্তৃত পরিচয় ও শব্দ-সূচী থাকিবে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

২। ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ—সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

৩। রামদাস আদক-রচিত অনাদিমঙ্গল—সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

৪। শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী (পুনর্মুদ্রিত হইতেছে)—সম্পাদক ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র।

৫। হরপ্রসাদসংবর্দ্ধন-লেখমালা—সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি।

৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী (নবসংস্করণ)—সম্পাদক-সঙ্ঘ—রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

৭। কালিকা-মঙ্গল (বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখর কৃত)—সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পরিষদ্ মন্দিরে পাওয়া যায়—

১। পরিষদের চিত্রশালার অন্তর্গত প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি, ধাতুমূর্ত্তি প্রভৃতির ইংরাজী

সচিত্র বিবরণী—ভূতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, এম আর এ এস প্রণীত। মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৩৲, শাখার সদস্য-পক্ষে ৩৸০; সাধারণ-পক্ষে ৬৲।

২। প্যারীচাঁদ মিত্র—ডক্টর স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই—৴০।

৩। **মন্দিরা**—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ॥০।

৪। **ভাষাতত্ত্ব** (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীনাথ সেন মহাশয়-রচিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ১৲।

৫। **সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব**—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, পি-এচ ডি। মূল্য—২৲।

৬। **গৌড়ের ইতিহাস** (১ম খণ্ড, হিন্দু রাজত্ব)—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি প্রণীত—১৲

এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ (নৈহাটী) এবং পঞ্চদশ (রাধানগর) অধিবেশনের সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণ (মূল্য প্রতিখণ্ড ২৲) ও সম্মিলনের কতিপয় শাখার সভাপতির অভিভাষণ (মূল্য প্রতিখণ্ড ।৴০) বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী

(ক)	বৃন্দাবন-কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত। মূল্য সাধারণ পক্ষে ২॥০ সদস্য পক্ষে ১৸০			
(খ)	মেঘদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ।		…	১৲, ৸০
(গ)	ঋতু-সংহারম্ (মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ)	,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	…	১৲, ১৲
(ঘ)	পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ)	,, বিধুভূষণ সরকার	…	।৶০, ।৶০
(ঙ)	উত্তরপাড়া-বিবরণ	,, অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়		।০, ।০
(চ)	ভারত-ললনা	৺রামপ্রসন্ন গুপ্ত	…	।৴০, ।৴০
(ছ)	A History of Bengali Literature	শ্রীযুক্ত কুমদনাথ দাস বিএ	…	২৲, ২৲
(জ)	Rabindranath : His Mind and Art and other Essays	ঐ		১৲, ১৲

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে ৩৭শ বর্ষ চলিতেছে।

এই পত্রিকায় বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক লিখিত প্রাচীন সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩৶০।

(২০৪)